পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার

২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৩ ◆ ২৮ জানুয়ারি - ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

এসো সবে বাইবেল পড়ি, বাইবেলের আলোয় শিশুর জীবন গড়ি

একসাথে প্রেরণকর্ম

MISSION TOGETHER

children helping children

শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে

'যিশুর ছোট্ট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী'

(The little ones of Jesus are also missionaries)

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জোসেফ কমল রড্রিক্স

জন্ম: ১২ আগস্ট, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"হে পরম দয়াময় ঈশ্বর, তোমার সন্তান
প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্সকে অসীম শান্তি ও করুণা দান কর।"

সময়ের আবর্তনে তিনটি বছর পার হয়ে গেল। তুমি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছো বহু দূরে, এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। কি যে এক শূন্যতা রেখে গেছো আমাদের মাঝে, তা বলা যায় না। বড়দিন খ্রিস্টের জন্মোৎসব। কত আনন্দ, কত ফূর্তি। এ সময় তোমার কণ্ঠের বড়দিনের গানগুলো বিশেষভাবে - (১) শীত মাঝে এলো বড়দিন (২) পথহারা পথিকেরা বা (৩) বালুচরে বাথান ঘরে যখন গির্জায়, গ্রামের বাড়িতে উৎসবের অনেক আগে থেকেই বেজে ওঠে, নিজেকে সংবরণ করা বড়ই কঠিন। এ সবই এখন স্মৃতি আর স্মৃতি। খুবই বেদনাদায়ক।
তুমি ভালো থেকো। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, আদর্শ ও ভাবনাগুলো আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। মা-মারীয়ার আঁচলে থেকো। স্বর্গ থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–
স্ত্রী : রেবেকা গোমেজ (লীনা)
মেয়ে : প্রিসিলা রড্রিক্স (মৌ)
ছেলে : এনজেল পল রড্রিক্স (আবির)
ছায়ানীড়, ক, ১১৭/৫, দক্ষিণ মহাখালী, ঢাকা।

বিজ্ঞ-১৮/২০২৪

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

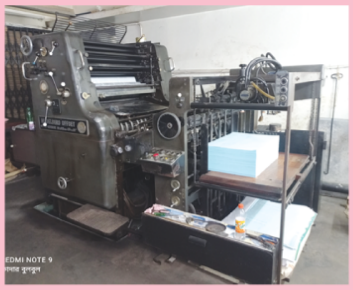
হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।
যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৩
২৮ জানুয়ারি - ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২০ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

শিশু গঠন প্রেরণক্ষেত্র ও শিশুরা যিশুর ক্ষুদে প্রেরণকর্মী

একক পরিবারে একজন শিশু যেমনি আনন্দের কারণ তেমনি 'বৃহৎ খ্রিস্টীয় পরিবার' মণ্ডলীরও আনন্দ ও আশার কারণ শিশুরা। একজন মায়ের মতো মাতামণ্ডলীও শিশুদের নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে এবং শিশুদেরকে সঠিকভাবে বৃদ্ধি পাবার পরিবেশ তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান করে। তাইতো প্রতিবছর মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষের সাধারণ কালের ৪র্থ রবিবারে খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালন করা হয় 'পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার'। এ বছর ২৮ জানুয়ারি তা পালিত হবে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও সারা পৃথিবীতে অগণিত শিশুদের প্রতি নানান ধরনের অন্যায় আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বের ফলে সংগঠিত যুদ্ধের কারণে শিশুরা দুর্বিসহ কষ্ট যন্ত্রণার শিকার হচ্ছে। বর্তমান তথাকথিত ডিজিটাল জগতেও একইভাবে শিশুরা অবহেলিত, বঞ্চিত, প্রতারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় 'পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস' উদ্‌যাপন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এই শিশুরা পরম পিতার চোখের মণি এবং প্রভু যিশুখ্রিস্টের পরম প্রীতিভাজন।

'শিশুমঙ্গল রবিবার' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যটি সামনে এনে মাতামণ্ডলী শিশুদের প্রতি তার দরদ, সম্মান ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। একই সাথে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে শিশুদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন ও আদর্শ দানের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে। তাই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন মণ্ডলীর পালকীয় সেবাকাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে ওঠছে। যিশুর ন্যায় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষও শিশুদের পূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের গঠনে জোর দিয়ে যাচ্ছে অনেক বছর ধরেই। সারাবিশ্বে শিশুমঙ্গল সংঘের কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদেরকে শিশুর পাশে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলা হচ্ছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ধর্মশিক্ষায় বলেন, পিতামাতাগণ অবশ্যই শিশুদের জীবন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবেন না, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং নিজের ও অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা হচ্ছে পিতামাতাদের একটি সহজাত ঐশরিক আহ্বান। পিতামাতা, পরিবারের সাথে সাথে সকলেই শিশু যত্নে ও শিশু গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন নিজেদের সুন্দর পবিত্র জীবনাদর্শ তুলে ধরে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, আপন শিশুকে আমরা যেকোন মূল্যে উত্তম কিছু দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। এমনকি কখনো কখনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও অতিরিক্ত আদর-স্নেহ দিয়ে তাদেরকে জীবন বাস্তবতা থেকে দূরে রাখি। পক্ষান্তরে আদর-ভালোবাসা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে থাকা প্রতিবেশি পরিবারের শিশুর প্রতি উদাসীন ও অবহেলা করে আমরা যে বৈষম্য সৃষ্টি করি তা শিশুদের মনে ক্ষত হয়ে থাকে। বৈষম্যের এই দেয়াল ও ক্ষত সৃষ্টি হয় নিজ শিশু ও প্রতিবেশি শিশুর মধ্যে। ফলে পরবর্তী সময়ে এই ধরণের শিশুরা জীবন সংগ্রামে ও অন্যদের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না।

শিশুর যত্ন ও সুরক্ষা তথা শিশু গঠনের কঠিন বাস্তবতায় সকলকে একসাথে ও একযোগে কাজ করতে হবে। সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুদের নিয়ে একসাথে পথ চলতে শিশুগঠন অনেকের প্রেরণক্ষেত্র হয়ে ওঠুক। আশাপ্রদ দিক হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকেই শিশু গঠনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের সাথে আরো অনেক নতুন নতুন ব্যক্তি শিশু গঠনে জড়িত হোক।

যিশুর ভালোবাসা নিয়ে এবং সে ভালোবাসা অন্যদের দিয়ে শিশুরাও যিশুর প্রেরণকর্মী। তারা তাদের সরলতা, নির্মলতা, নির্ভরশীলতা, একাত্মতা, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা ও প্রার্থনাময়তায় প্রেরণকাজ চালিয়ে যায় পরিবার ও সমাজে। পোপ ফ্রান্সিস এ বছর পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবারের বাণীতে বলেন, আমরা ক্ষুদ্র, তথাপি আমরাও পারি প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অবদান রাখতে, অন্যের মধ্যে যিশু-জ্ঞান ও যিশু-প্রেম জাগ্রত করতে, নিরবে নিভৃতে পরহিত ও মঙ্গল সাধনে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করতে। সাধ্বী তেরেজার শিক্ষানুসারে প্রার্থনা হল একটি প্রথম প্রেরণধর্মী কাজ এবং তা পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক শিশু ও যুবক-যুবতি, প্রত্যেক মিশনারীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম। সেই কারণেই আমি তোমাদের আহ্বান জানাই – তোমরাও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মুক্তিদাতার সঙ্গে বন্ধুত্বে বেড়ে ওঠ, আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং পৃথিবীর সকল শিশু ও যুবদের সঙ্গে বন্ধুত্বে বেড়ে ওঠ, যেন তোমরা হয়ে উঠতে পার একেকজন শান্তি-স্থাপনকারী। আসলে প্রত্যেকজন শিশু প্রার্থনা ও ছোট ছোট দানের মধ্যদিয়ে শিশুদের মধ্যে প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠতে পারে। †

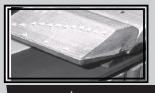

তার এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই উপদেশ দিতেন শাস্ত্রীদের মত নয়। *মার্ক ১: ২২*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

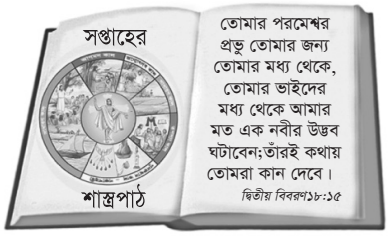

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২৮ জানুয়ারি - ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

২৮ জানুয়ারি, রবিবার

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার
২ বিব ১৮: ১৫-২০; সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯; ১ করি ৭: ৩২-৩৫; মার্ক ১: ২১-২৮

২৯ জানুয়ারি, সোমবার

২ সামু ১৫: ১৩-১৪, ৩০; ১৬: ৫-১৩ক, সাম ৩: ১-৬, মার্ক ৫: ১-২০

৩০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার

২ সামু ১৮: ৯-১০, ১৪খ, ২৪-২৫ক, ৩১, ১৯:৩ সাম ৮৬: ১-৬, মার্ক ৫: ২১-৪৩

৩১ জানুয়ারি, বুধবার

সাধু জন বস্কো, যাজক, স্মরণদিবস, স্মরণদিবসের খ্রীষ্টযাগ
২ সামু ২৪: ২, ৯-১৭, সাম ৩২: ১-২, ৫-৭ মার্ক ৬: ১-৬

০১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

১ রাজা ২: ১-৪, ১০-১২, সাম ১ বংশ ২৯:১০-১২ মার্ক ৬: ৭-১৩

০২ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

প্রভুর নিবেদন পর্ব
মালা ৩: ১-৪ (বিকল্প হিব্রু ২: ১৪-১৮), সাম ২৪:৭-১০; লুক ২: ২২-৪০ (সংক্ষিপ্ত ২: ২২-৩২)

০৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

সাধু ব্লেইস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, সাধু এঙ্গার, বিশপ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
১ রাজা ৩: ৪-১৩; সাম ১১৯: ৯-১৪; মার্ক ৬: ৩০-৩৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ জানুয়ার, রাবিবার

+ ১৯৫৫ সি. এম. স্কলাষ্টিকা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সি. মেরী জেভিয়ার, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রা. ব্রুনো দ্রি, এসএক্স (খুলনা)

৩০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার

+ ১৯২৪ ফা. আলবের্তো কাজ্জানিগা, পিমে
+ ১৯৯৮ ফা. আন্দ্রে পিকার্ড, সিএসসি

৩১ জানুয়ারি, বুধবার

+ ১৯৬৮ সি. মেরী রীতা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৮ সি. মার্গারেট মুর্মু, সিআইসি (দিনাজপুর)

০১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৪৭ ব্রা. আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফা. লুইস ফোনো, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফা. এডওয়ার্ড ম্যাসাট, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. টেরেন্স ডি. কেনার্ক, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. বার্টন্ড রড্রিকস (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সি. এলেক্সিজ আর্সেনেল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফা. যেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৭ ব্রা. জন রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)

০২ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার

+ ১৯৫৭ ব্রা. এলড্রিক যোসেফ ডেনিস, সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফা. হেরল্ড ব্রিন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৪ ফা. অভিদিও নেভলনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফা. লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৯ সি. ক্যাথেরিন ও'সুল্লিভ্যান, আরএনডিএম
+ ২০১৬ সি. মেরী ক্লেয়ার, পিসিপিএ

০৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার

+ ১৯৮৮ ফা. এন্ড্রু সার্ভেট, ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. মেরী এলজিয়ার, আরএনডিএম (ঢাকা)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

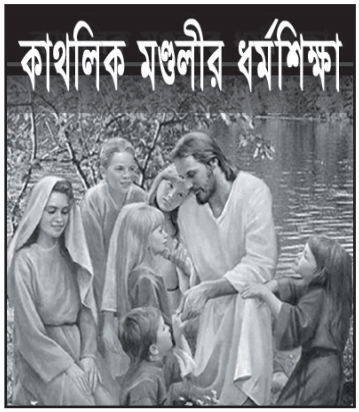

১৬৫৩ দাম্পত্য ভালোবাসার ফলপ্রসূতা নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত জীবনের ফল উৎপাদনে বিস্তৃতি লাভ করে, যা পিতামাতা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের দিয়ে থাকে। পিতামাতাই হল তাদের সন্তানদের প্রধান ও প্রথম শিক্ষাদাতা। এ অর্থে, বিবাহ ও পরিবারের মৌলিক দায়িত্ব হল জীবনের সেবায় নিয়োজিত থাকা।

১৬৫৪ যে সব স্বামী-স্ত্রীকে ঈশ্বর সন্তান দান করেননি, তাদেরও দাম্পত্য জীবন মানবীয় ও খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণ। তাদের বিবাহ জীবন ভ্রাতৃপ্রেম, আতিথ্য ও ত্যাগের ফলদানে প্রদীপ্ত হতে পারে।

চ. গৃহমণ্ডলী

১৬৫৫ খ্রীষ্ট যোসেফ ও মারীয়ার পবিত্র পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতে ও বেড়ে উঠতে বেছে নিলেন। খ্রীষ্টমণ্ডলী "ঈশ্বরের পরিবার" ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম থেকেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র গঠিত হয়েছিল তাদেরকে নিয়ে যারা "বাড়ীর সকলে একসঙ্গে" প্রভুতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। যখন তাদের মনপরিবর্তন হল তখন তারা চেয়েছিল, "বাড়ীর সকলে" যেন পরিত্রাণ লাভ করে। এসব পরিবার যারা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়েছিল তারা অবিশ্বাসী জগতরূপ সাগরে খ্রীষ্টীয় জীবনের দ্বীপস্বরূপ হয়ে উঠেছিল।

১৬৫৬ বর্তমানকালে জগতে দেখা যায় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অনীহা ও বিরোধ, এমতাবস্থায় বিশ্বাসী পরিবারগুলো জীবন্ত ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের কেন্দ্ররূপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা, প্রাচীন উক্তি ব্যবহার করে, পরিবারকে গৃহ-মণ্ডলী (Ecclesia Domestica) নামে অভিহিত করেছে। পরিবারের প্রাণকেন্দ্রেই পিতামাতা "তাদের কথা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে .. সন্তানদের কাছে প্রথম বিশ্বাস প্রচারক হয়। তারা প্রত্যেক সন্তানকে তার আপন জীবনাহ্বানে উৎসাহিত করবে এবং বিশেষ যত্নের সাথে ধর্মীয় জীবনাহ্বানে অনুপ্রাণিত করবে।

১৬৫৭ একানের পরিবারের পিতা, মাতা, সন্তানেরা ও পরিবারের অন্যান্যরা বিশেষ উপায়ে দীক্ষাস্নাতদের যাজকত্ব কার্যকর করবে "সংস্কার গ্রহণে, প্রার্থনায়, ধন্যবাদ জ্ঞাপনে, পবিত্র জীবনের সাক্ষ্যদানে এবং আত্মত্যাগ ও পুণ্যকর্মের মধ্যদিয়ে"। তাই পরিবার হল খ্রীষ্টীয় জীবনের প্রথম শিক্ষালয় এবং "মানবীয় সমৃদ্ধির শিক্ষালয়"। এখানেই একজন শিক্ষালাভ করে ধৈর্য ও শ্রমের আনন্দ, ভ্রাতৃপ্রেম, উদারতা-বারংবার ক্ষমাদান এবং সর্বোপরি প্রার্থনায় ঈশ্বরের উপাসনা ও নিজের জীবন উৎসর্গ।

১৬৫৮ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক অবিবাহিত ব্যক্তি, যারা সময় সেচ্ছায় নয়, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির কারণে, একা বাস করতে বাধ্য হয়- তারাও যিশুর হৃদয়ের খুব কাছের মানুষ, আর সেজন্য তারা মণ্ডলীর বিশেষত: পালকদের বিশেষ ভালোবাসাও সক্রিয় যত্ন পাবার অধিকারী। অনেকেই মানবীয় পরিবার ছাড়া জীবনযাপন করে, আর তা প্রায়ই দরিদ্রতার কারণে। কেউ কেউ "সুখ পন্থার"আদর্শে, তাদের আপন অবস্থায় জীবনযাপন করে ঈশ্বর ও প্রতিবেশির সেবায় উজ্জল সাক্ষ্যদানে। প্রতিটি গৃহের, প্রতিটি "গৃহ-মণ্ডলীর' এবং বৃহৎ পরিবার খ্রীষ্টমণ্ডলীর দরজা-তাদের সবার প্রতি খোলা থাকা উচিৎ।" এই পৃথিবীতে কেউ পরিবারহীন নয়: খ্রীষ্টমণ্ডলী সবার জন্য, বিশেষভাবে যারা 'পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত' তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আবাস-গৃহ ও পরিবার।

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

সাধারণকালের চতুর্থ রবিবার

মূলভাব: প্রভু যিশুর ধর্মশিক্ষা এবং আশ্চর্য আরোগ্যদায়ী কাজ

প্রথম পাঠ: ২য় বিবরণ ১৮: ১৫-২০;
২য় পাঠ: ১ করি ৭: ৩২-৩৫;
মঙ্গলসমাচার: মার্ক ১: ২১-২৮

সাধারণকালের চতুর্থ রবিবারের শাস্ত্রপাঠগুলো আমাদের কাছে প্রভু যিশুর ধর্মশিক্ষা এবং আশ্চর্য আরোগ্যদায়ী কাজের তাৎপর্য তুলে ধরে। প্রথম শাস্ত্রপাঠে মনোনীত জাতির শিক্ষা ও পরিচলানার জন্য ঈশ্বর যুগে যুগে বহু প্রবক্তা প্রেরণ করেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন এক প্রবক্তার যিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং জনগণের শিক্ষাদানে অটল থাকবেন। তাঁর শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না। যিশুই হলেন সেই প্রতিশ্রুত আদর্শ শিক্ষাগুরু। দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে মিলন। ঈশ্বরের সাথে মিলনে জাগতিক কোনো চাওয়া-পাওয়া যেন বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

আজকের পবিত্র মঙ্গলসমাচারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যময় বিষয় আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। প্রভু যিশুখ্রিস্ট সেই পবিত্রজন। যিনি পিতার কাছ থেকে অধিকারপ্রাপ্ত। যার ধর্মশিক্ষা হৃদয়ের গভীরে চেতনা জাগায়। যিনি নিরাময়কারী; আশ্চর্য আরোগ্যদাতা।

১. যিশুর মধ্যে অধিকারের সুর অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বর পুত্র; জগৎত্রাতা, সমস্ত মন্দতা, পাপময়তায় তাঁর বিজয়কে এই অধিকার বুঝায়। যিশুর যে ক্ষমতা বা অধিকার তা জানা যায় অপবিত্র এক বিদেহী আত্মার কথাতেও, "আমি তো জানি, তুমি কে। তুমি তো ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন!" (*মার্ক ১:২৪*)। যিশু এই অধিকার সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য।

২. যিশুর এই যে অধিকারের সুরে কথা বলার কথা বলা হয়েছে। কেননা যিশুর দীক্ষাস্নানের সময় স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর সেই কথাই ঘোষণা করেছিল, "তুমি আমার পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন! তুমি আমার পরম প্রীতিভাজন!" (*মার্ক ১:১১*)।

৩. যে মন্দ আত্মা পাওয়া লোকটি সমাজগৃহে সেদিন উপস্থিত ছিল। অন্যান্য লোকেরা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু যিশু তার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছেন। সেই কারণে তখনই অপবিত্র আত্মা ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠল। আমদের জীবনেও বিভিন্ন পাপময়তা, মন্দতা রয়েছে। যিশুর কাছে সেটা প্রকাশ করলে তিনি তা সারিয়ে তোলেন। তাই নিজেকে যিশুর কাছে সঁপে দেওয়া।

৪. অপদূতগ্রস্থ লোকটির কাছ থেকে অপদূত যখন চলে যায়, তখন প্রচণ্ড খিঁচুনী দেয়- অর্থাৎ লোকটি কষ্ট পায়। আসলে এর দ্বারা যে বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যে কোন মন্দতা জীবন থেকে বাদ দেওয়া সহজ কোন বিষয় নয় বরং সেখানে অনেক কষ্টস্বীকার ও অধ্যবসায় এবং যিশুর অনুগ্রহ দরকার।

৫. যিশু অধিকারের সুরে শিক্ষা দিয়েছেন, "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে" (*যোহন ১৫:১৭*)। "শত্রুকে ভালোবাস" (*লুক ৬:২৭*)। "প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে" (*মার্ক ১২:৩১*) অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রত্যেককে সেই ক্ষমা ও ভালোবাসার অধিকার দিয়ে গেছেন। তিনি মুখে যা বলেছেন তাই করে দেখিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা এবং কাজ আমাদের কাছে সেই সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেছেন, "আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত" (*যোহন ১৩:১৪*)। অর্থাৎ সেবার আদর্শ স্থাপন করেছেন। নিজেকে নম্র করেছেন। ভালোবাসার আদর্শ স্থাপন করে তা পালন করার আদেশ দিয়েছেন।

৬. আমরা প্রত্যেকে অধিকার প্রাপ্ত মানুষ। দীক্ষাস্নানের ফলে সবাই যিশুর শিষ্য। তিনি আমাদের সেই অধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ প্রভু যে কী করছেন, দাসের তো তা জানার কথা নয়। তোমাদের আমি এই জন্যেই বন্ধু বলছি" (*যোহন ১৫:১৫*)। তিনি আমাদের বন্ধুর অধিকার দিয়েছেন। আমরা সেই অধিকারের বলে কি করছি! স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করছি না-কি মঙ্গলের ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করছি। যিশু তাঁর অধিকার নিজের স্বার্থের জন্যে নয় বরং মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছেন। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

যিশুর শিক্ষা ও কাজ দেখে আমরাও সমাজগৃহে উপস্থিত লোকদের মতো বিস্মিত মুগ্ধ হই। তাঁর আশ্চর্য কাজের প্রশংসা করি। কিন্তু যিশুর শিক্ষা অনুসারে যদি জীবন-যাপন না করি। সেই পথ অনুসরণ না করি। তাহলে সেখানে আমরা ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার অবজ্ঞা করি। তাই আসুন প্রিয়জনেরা, আমরা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য যিশুর আদেশ হৃদয়ে গ্রহণ করি। মানুষের সেবার জন্য প্রভু যিশুর কাছে আধ্যাত্মিক অধিকার যাচ্না করি এবং সেই কৃপা-অনুগ্রহ-আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা প্রতিষ্ঠার ১৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

শ্রদ্ধেয় বিশপ,

প্রিয় মিশনারী শিশু ও যুবক-যুবতী,

পিতা-মাতা, এনিমেটর ও বন্ধুগণ,

গত ১৯ মে ২০২৩ পবিত্র শিশুমঙ্গল বিষয়ক পোপীয় সংস্থা (Pontifical Society of Holy Childhood) প্রতিষ্ঠার ১৮০তম বছর পূর্ণ হয়েছে; আর আপনারা অনেকেই এখনও সেই আনন্দময় উৎসবটি পালন করে চলেছেন।

ন্যান্‌সি ধর্মপ্রদেশের বিশপ চার্লস দ্য ফোর্বিন জ্যানসন ছিলেন মহান এক প্রৈরিতিক হৃদয়ের অধিকারী দক্ষ পালক। তিনি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থাটি। ফরাসী প্রেরণকর্মীদের পত্র পড়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে চীন দেশে অনেক অনেক শিশু ছেলে-মেয়ে ক্ষুধা আর অবহেলায় মৃত্যুবরণ করছে। এই বিষয়টি তাঁকে এতই আলোড়িত করেছে যে তাদের মুক্তির জন্য নিজের ভেতর তিনি এক দৃঢ় উৎকণ্ঠা অনুভব করলেন। সেই মুক্তি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিক-ও বটে, যেহেতু ঈশ্বরপুত্র যিশু সকলের মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থান করেছেন।

আজ সংস্থাটির বার্ষিকী উদ্‌যাপনকালে, বস্তুত, তাঁর প্রেরণকর্মমুখী উদ্দীপনা থেকেই উদ্ভূত, এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি আমরা লাভ করি: 'অন্যের পরিত্রাণের জন্য যত্নশীল হওয়া'। প্রভু যিশুর প্রকৃত শিষ্য-শিষ্যা হিসেবে যখন সত্যই আমাদের মধ্যে তাঁর মতো একটি সহমর্মী হৃদয় গঠন করি, তখন আমরা প্রবলভাবে এই আকাঙ্ক্ষা না করে পারি না যে সবাই যেন পরিত্রাণ পায়। এভাবেই একদিন আপনাদের সেই চমৎকার সংস্থাটির জন্ম হয়েছিল, যা ১৮০ বছর পরেও সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত, যা আজও পৃথিবী জুড়ে অগণিত শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীকে শিক্ষা দিয়ে চলেছে কিভাবে মিশনারী শিষ্য হয়ে উঠতে হয়।

এ বছর আমরা আরও পালন করছি সংস্থাটিরই একজন বিশেষ সদস্য শিশু যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। তিনি নিজেই আজ হয়ে উঠেছেন প্রেরণকার্যের প্রতিপালিকা। মাত্র সাত বছর বয়স থেকে তিনি শিশুমঙ্গল সংঘের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে ১ অক্টোবর আমরা আমাদের উপাসনায় তাঁর স্মরণদিবসটি উদ্‌যাপন করি। তাঁর কাছ থেকেই আমরা এই দ্বিতীয় মূল্যবান বার্তাটি পাই : যদিও আমরা ক্ষুদ্র, তথাপি আমরাও পারি প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অবদান রাখতে, অন্যের মধ্যে যিশু-জ্ঞান ও যিশু-প্রেম জাগ্রত করতে, নিরবে নিভৃতে পরহিত ও মঙ্গল সাধনে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করতে। সাধ্বী তেরেজার শিক্ষানুসারে প্রার্থনা হল একটি প্রথম প্রেরণধর্মী কাজ এবং তা পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক শিশু ও যুবক-যুবতী, প্রত্যেক মিশনারীর কাছে পৌঁছতে সক্ষম। সেই কারণেই আমি তোমাদের আহ্বান জানাই – তোমরাও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মুক্তিদাতার সঙ্গে বন্ধুত্বে বেড়ে ওঠ, আর তোমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং পৃথিবীর সকল শিশু ও যুবদের সঙ্গে বন্ধুত্বে বেড়ে ওঠ, যেন তোমরা হয়ে উঠতে পার একেকজন শান্তি-স্থাপনকারী।

প্রেরণকর্মে উদ্বুদ্ধ প্রিয় শিশুরা ও প্রিয় যুব ভাই-বোনেরা, আমি তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুসারে আমাদের সবাইকে সাহায্য করে চলেছ মঙ্গলসমাচারের সাহসী সাক্ষী হতে এবং অন্যের সঙ্গে কেবল বৈষয়িক সহায়তা নয়, বরং বিশ্বাসের মতো সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়টিও সহভাগিতা করতে। আজ আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই তোমাদের পিতা-মাতা ও সকল এনিমেটরকেও যারা সবসময় তোমাদের সঙ্গ দেন, তোমাদের সাথে পথ চলেন। এভাবে তারা তো পবিত্র শিশুমঙ্গল বিষয়ক পোপীয় সংস্থার ক্যারিজম ও আধ্যাত্মিকতাকেই সমুন্নত রাখছেন।

যেহেতু পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থাটি একটি "পোপীয় সংস্থা", তাই এটি হলো সর্বজনীন, গোটা কাথলিক মণ্ডলীর, স্বয়ং পোপের। সেই জন্যে আমি তোমাদেরকে আমার বিশেষ সহযোগী ও এজেন্ট হিসেবে বিবেচনা করি। আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেই যে, এই সহযোগী হওয়ার যোগ্যতা কিন্তু নির্দেশ করে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের কথা; আর তা হলো – স্বয়ং খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সেতু নির্মাণ ও সম্পর্ক-স্থাপন করার অঙ্গীকার। সেই কাজটি করার জন্যেও আমি তোমাদের সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিশু যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজার "ক্ষুদ্র পথ" অনুসরণ করে তোমরাও বিশপ চার্লস দ্য ফোর্বিন-জ্যানসনের দেখানো ক্যারিজম অনুসারে কাজ করে যাও। বিশ্বস্ত থাক তোমাদের মূলমন্ত্রের প্রতি: "শিশুরা শিশুদের জন্য প্রার্থনা করে, শিশুরা শিশুদের কাছে বাণীপ্রচার করে, শিশুরা জগত জুড়ে শিশুদের সাহায্য করে"।

প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন এবং সর্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুন। দয়া করে আমার জন্যে প্রার্থনা করতে ভুলো না।

রোম, সাধু জন লাতেরান মহামন্দির হতে প্রদত্ত,
১ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ

+ পোপ ফ্রান্সিস

ভাষান্তরে- ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার ২০২৪ উপলক্ষে জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ (পিএমএস)-এর জাতীয় কার্যালয়ের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি রইলো প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর সারা দেশ জুড়ে সাধারণকালের চতুর্থ রবিবার অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি আমরা পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার (Holy Childhood Sunday) হিসেবে পালন করতে যাচ্ছি। এই মহতি দিবসটির উদ্‌যাপন সবার জীবনে বয়ে আনুক নব চেতনা ও আশা; খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও প্রেরণকার্যের নতুন উদ্যম ও অনুপ্রেরণা।

পবিত্র শিশুমঙ্গল বিষয়ক পোপীয় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার ১৮০ বর্ষে আমরা পদার্পণ করেছি। সকল শিশুদের জীবনে মুক্তি সাধনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্স দেশে ন্যানসীর বিশপ চার্লস দ্য ফোর্বিন-জ্যানসন ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ছোট্ট পরিসরে আরম্ভ করেছিলেন পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের যাত্রা। সংঘটি এতই দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল যে পরবর্তীতে তা পোপীয় সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। আজ ১৮০ বছর পরেও খুবই সক্রিয় ও প্রাণবন্ত এই সংস্থাটি 'যা আজও পৃথিবী জুড়ে অগণিত শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীকে শিক্ষা দিয়ে চলেছে কিভাবে মিশনারী শিষ্য হয়ে উঠতে হয়'। পুণ্যপিতার আমন্ত্রণ : বিশপ চার্লস দ্য ফোর্বিন-জ্যানসনের মতো 'অন্যের মঙ্গল ও পরিত্রাণ সাধনের প্রতি যত্নশীল হওয়া' এবং শিশু যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজার মতো 'প্রার্থনা করা'– এই দুটি পথ গ্রহণ করে যেন আমরা সকলেই হয়ে উঠতে পারি মিশনারী।

বিশ্বমণ্ডলীর সাথে তাল মিলিয়ে এবছর শিশুমঙ্গল রবিবারের উদ্দীপক হিসেবে আমরা যে বিষয়টি গ্রহণ করেছি, তা হলো 'Mission' অর্থাৎ 'প্রেরণকর্ম ' যা সহযাত্রীক মণ্ডলীর ভাবধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'মিলন' ও 'অংশগ্রহণ'-এর মধ্যদিয়েই তো খ্রিস্টমণ্ডলীতে আমরা হয়ে উঠি একেকজন মিশনারী অর্থাৎ প্রেরণকর্মী। 'শিশুরা শিশুদের সাহায্য করে'– শিশুমঙ্গল সংঘের এই নিত্যমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে তাই এ বছর আমরা জোর দেব এই চেতনাটির উপর : "যিশুর ছোট্ট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী"।

পুণ্যপিতা তাঁর বাণীতে খ্রিস্টবিশ্বাসী শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : "যেহেতু পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থাটি একটি "পোপীয় সংস্থা", তাই এটি হলো সর্বজনীন, গোটা কাথলিক মণ্ডলীর, স্বয়ং পোপের। সেই জন্যে আমি তোমাদেরকে (শিশুমঙ্গলের সকল সদস্যদেরকে) আমার বিশেষ সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করি। আমি স্মরণ করাতে চাই যে, তোমাদের এই সহযোগী হওয়ার যোগ্যতা কিন্তু নির্দেশ করে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের কথা : স্বয়ং খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সেতু নির্মাণ ও সম্পর্ক-স্থাপন করার অঙ্গীকার। সেই কাজটি করার জন্যেও আমি তোমাদের সবিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।"

গোটা পৃথিবী জুড়েই পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা হল এমন এক বীজতলা যেখানে সকল শিশু বিশ্বাস, প্রেরণকর্ম ও বাণীপ্রচারের চেতনায় গঠিত হয়, উদ্বুদ্ধ হয়। যার প্রভাবে শিশুরা নিজেরাই বিশ্বাস প্রচার ও প্রসারে অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে ওঠে। শিশুমঙ্গল এমন এক ক্ষেত্র যেখানে শিশুরা আমন্ত্রিত অন্যান্য অভাবী, দরিদ্র, সুবিধা-বঞ্চিত, অসুস্থ শিশুদের এবং যে সমস্ত শিশুরা ঈশ্বরকে জানে না তাদের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়ে দিতে। শিশুরা যেন যিশুর ছোট্ট মিশনারী হতে শেখে, পিএমএস. জাতীয় অফিস সেই প্রয়াসই ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক স্থানীয় অফিসগুলির মধ্যদিয়ে চালিয়ে থাকে – যেখানে সম্পৃক্ত থাকেন অনেক বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, কাটেখিস্ট ও শিশু এনিমেটরগণ।

পবিত্র শিশুমঙ্গল বিষয়ক পোপীয় সংস্থার জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল শিশু-কিশোর-যুবক-যুবতীকে যারা সুন্দর জীবন, প্রার্থনা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকর্মের মাধ্যমে মণ্ডলীর প্রেরণকর্মে অবদান রাখছে। পিতা-মাতার পাশাপাশি যারা শিশুদের ধর্মশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুষম মানবিক গঠনদানে ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালক ও শিশু এনিমেটর হিসেবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের কথাও কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি। ধন্যবাদ জানাই সকল বিশপ, পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টার, কাটেখিষ্ট এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাকে যারা সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশ মণ্ডলীর শিশুমঙ্গল কার্যক্রমে নিজেদের শ্রম ও মেধা ঢেলে দিচ্ছেন। শিশুদের কল্যাণার্থে পুণ্য নগরী ভাটিকানে পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থার বিশ্বজনীন তহবিল গঠনের জন্য ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে আপনারা যে অনুদান দিয়েছেন, তা সকলের জ্ঞাতার্থে ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক তুলে ধরা হল :

ধর্মপ্রদেশ	দানের পরিমাণ
ঢাকা	২,১২,১২৯
চট্টগ্রাম	২২,৬২৪
দিনাজপুর	৪৭,০০০
খুলনা	৩১,৮৫৬
ময়মনসিংহ	৫১,৬০০
রাজশাহী	৬১,৭৮৬
সিলেট	২০,০০০
বরিশাল	২৪,৮৫০
সর্বমোট	**৪,৭১,৮৪৫**

(কথায়: চার লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত পয়তাল্লিশ টাকা)।

শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে আপনাদের এই উদার প্রার্থনা ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস ২০২৪ পালন সার্থক সুন্দর হোক – সেই প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টেতে,
ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

এসো সবে বাইবেল পড়ি, বাইবেলের আলোয় শিশুর জীবন গড়ি

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ

প্রভু যিশু, ভালোবাসেন শিশু। প্রভু যিশুর দৃষ্টিতে শিশুরা খুবই নম্র, বিনয়ী, সরল প্রাণ ও নির্ভরশীল। বাইবেলে দেখি যে যিশু আমাদের প্রত্যেককে শিশুর মতো হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। যিশু চান আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সবকিছুতে শিশুদের মূল্য দেই, স্বাগত জানাই, প্রশংসা করি এবং গঠনে অগ্রাধিকার দেই। পবিত্র বাইবেল শিশুদের গঠনে বিভিন্নভাবে আমাদের আলোকিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই বাইবেল পাঠ করিনা। অনেকের বাড়িতেই বাইবেল নেই আবার কোন কোন পরিবারে থাকলেও দেখা যায় যে ধূলা বালি লেগে আছে।

সাধারণ কালের ৪র্থ রবিবার প্রতিবছর আমরা পালন করি 'পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার'। সে অনুযায়ী এ বছর ২৮ জানুয়ারি মাতা মণ্ডলীতে পালিত হচ্ছে পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার। এই রবিবারের মূলসুর হচ্ছে," যিশুর ছোট শিশুরাও একেকজন ক্ষুদে প্রেরণকর্মী।" এ বিশেষ দিনে ঢাকা মহা ধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের ও বিশ্বের সকল শিশুদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালোবাসা। একইসাথে শিশুমঙ্গল রবিবারে শপথ নেই- প্রতিদিন বাইবেল পড়ব, বাইবেলের আলোয় মোদের জীবন গড়ব। আসুন দেখি শিশুদের গঠনে বাইবেল আমাদের কী বলে

১) (*মার্ক ৯:৩৫-৩৭) পদ* সাধু মার্কের মঙ্গলসমাচারে যিশু একটি শিশুকে তার বাহুতে নিয়েছিলেন, অন্যদেরকে একইভাবে শিশুদের স্বাগত জানানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বসলেন এবং বারোজনকে কাছে ডাকলেন এবং তাদের বললেন, ''যদি কেউ প্রথম হতে চায়, তবে সে অবশ্যই সবার শেষে যাবে এবং সবার সেবক হবে।" তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মধ্যে রাখলেন এবং তাকে কোলে নিয়ে বললেন,''যে আমার নামে একটি শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে এবং যে অমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয় বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাকে গ্রহণ করে।"

২) (*মথি ১৮:১-৩*) "সেই সময় শিষ্যেরা যিশুর কাছে এসে প্রশ্ন করলেন: "স্বর্গরাজ্যে কে সবচেয়ে বড়?" যিশু তখন একটি শিশুকে কাছে ডাকলেন এবং তাকে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন: আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে যদি পরিবর্তন না আসে, তোমরা যদি শিশুর মতোই না হয়ে ওঠ, তাহলে তোমরা কিছুতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না! তাই যে নিজেকে এই শিশুর মতোই নম্র করে, স্বর্গরাজ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়!...আর যে-কেউ আমারই জন্যে এরই মতো একটি শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে।"

৩) *মথি ১৯: ১৩-১৪* একসময় কয়েকটি শিশুকে যিশুর কাছে আনা হল, যাতে তিনি তাদের উপর হাত রেখে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। শিষ্যেরা তখন লোকদের ধমক দিতে লাগলেন। কিন্তু যিশু বললেন:" শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিয়ো না; কারণ এই শিশুদের মতো যারা, স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই!"

৪) (*মার্ক ১০: ১৫-১৬*) আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, "যে কেউ ঐশরাজ্যে শিশুরই মতো মন নিয়ে গ্রহণ না করে, সে কিছুতেই তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেনা!" তারপর তিনি দু'হাত দিয়ে শিশুদের জড়িয়ে ধরলেন এবং তাদের মাথার উপর হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।"

৫) (*মথি ১৮: ৬ পদ)* "কেউ যদি আমার প্রতি বিশ্বাসী এই এমন ছোটদের একজনেরও পতন ঘটায়, তাহলে বড় জাঁতাকলের পাথরটা তার গলায় ঝুলিয়ে তাকে সমুদ্রের গভীর জলে ডুবিয়ে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল।"

৬) (*এফেসীয় ৬:৪)* "পিতারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না; বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে তোলা"

৭) (*কলসীয় ৩:২০-২১)* "সন্তানেরা, তোমরা সমস্ত কিছুতেই তোমাদের পিতা-মাতার কথা মেনে চল, প্রভু যে তাতেই প্রীত হন।। আর পিতা যারা, তোমরাও তোমাদের সন্তানদের উত্ত্যক্ত ক'রো না পাছে তাদের মন ভেঙ্গে যায়।"

৮) (*প্রবচন ১:৮-৯)* "পিতার দেওয়া শিক্ষা শোন তুমি, বৎস আমার; মাতার দেওয়া উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রো না ! তা হবে তোমার শিরে ক্রান্তিময় মুকুটেরই মতো ; তোমার কণ্ঠে মালিকারই মতো। বৎস আমার, দুষ্টজনেরা যদি তোমাকে লুব্ধ করতে চায়, তুমি কিন্তু তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ো না কখনো।"

৯) (*প্রবচন ১৭)* "নাতি-নাতনীরা বৃদ্ধা-বৃদ্ধদের মুকুটেরই মতো; পিতা-মাতাকে নিয়ে সন্তানেরা গর্ববোধ করে।"

১০) (*প্রবচন গ্রন্থ ২২:৬)* "শুরু থেকেই কিশোরদের সঠিক পথে চলতে শেখাও; সে বৃদ্ধ বয়সেও সে পথ থেকে সরে যাবে না কখনো।

১১) (*প্রবচন-গ্রন্থ ২৯:১৭)* "তোমার সন্তানকে শাসন কর, তাকে নিয়ে স্বস্তি পাবে তুমি, অন্তরে আনন্দ পাবে তুমি।"

১২) (*এফেসীয় ৬:১-৩)* "সন্তানেরা প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে মেনে চল, কেন না তা করাইতো সমীচীন। "পিতা-মাতাকে সম্মান করবে", এটিইতো সেই প্রথম আদেশটি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি প্রতিশ্রুতি ; আর সেই প্রতিশ্রুতি হল এই :" তাহলেই তোমাদের মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবি হবে।

১৩) (*সামসংগীত ১২৭:৩)* "পুত্র-সন্তানেরা-তারাও তো ভগবানেরই দান ; আত্মজ সন্তান যারা, তারই দেওয়া পুরস্কার তারা তো সবাই।"

১৪) (*দ্বিতীয় বিরণ ৫:২৯)* "ওদের ও ওদের সন্তানদের যেন চিরস্থায়ী মঙ্গল হয়, আহা, আমাকে ভয় করতে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করতে যদি ওদের তেমন মন সবসময়ই থাকত। তুমি ওদের যাকিছু শিক্ষা দেবে, আমি তোমাকে সেই সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি বলে দেব, আমি যে দেশ ওদের অধিকারে দিতে যাচ্ছি, সেই দেশে ওরা যেন তা পালন করে।"

১৫) (*দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৬-৭)* "এই যে আদেশ আমি আজ তোমাকে দিলাম তা যেন তোমার অন্তরে গাঁথাই থাকে। তোমার সন্তান-সন্ততিকেও তুমি এই আদেশ বার বার শোনাবে এবং ঘরে, বিশ্রামের সময়ে কিংবা বাইরে কোথাও যাবার সময়ে উঠতে বসতে সবসময়ই তুমি এ বিষয়ে আলোচনা করবে।"

১৬) (*এফেসীয় ৬:৪)* "পিতারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না; বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে তোলা"

পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা পোপ মহোদয়ের একটি প্রৈরিতিক সংস্থা। এটা পোপ মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় অন্যান্য সংস্থা গুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪৩ খ্রিস্টবর্ষের ১৯ মে, বিশপ চার্লস দ্য ফরবিন জানসেন এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থা শিশুদের সার্বিক মঙ্গল ও বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো শিশুদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে এনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ত্যাগস্বীকারের মনোভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করা, যেন তারা বিশ্বের অপারগ, অবহেলিত, দরিদ্র, নির্যাতিত ও রোগাক্রান্ত শিশুদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থার ন্যায় আসুন প্রত্যেকে বিশেষভাবে আমরা যারা (পিতা-মাতা, অভিভাবক, এনিমেটর, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান-পরিচালক) শিশুদের গঠনে নিয়োজিত আছি, আমরা শিশুদের বাইবেলের বাণীর আলোয় গড়ে তুলি। কেননা পবিত্র বাইবেল হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী। নির্মল পবিত্র শিশুরাই খ্রিস্ট মণ্ডলীর প্রাণ ও ভবিষ্যৎ। জ্ঞানী পুণ্যজনের কথা" ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুদের অন্তরে।" ভবিষ্যতে শিশুরাই পিতা হবে, নেতা হবে, সমাজ, জাতি ও দেশকে গঠন দিবে ও পরিচালনা করবে। তাই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে বাইবেলের পুণ্য বাণীর আলোক ধারায় যেন আমরা তাদের গঠন দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করি॥

খ্রিস্টীয় ভালোবাসা

ব্রাদার সৌরভ লিওনার্ড কস্তা সিএসসি

যিশুখ্রিস্টের সুসমাচার ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য খ্রিস্ট যেভাবে তাঁর জীবন যাপনের মাধ্যমে ভালোবাসতে শিখিয়ে গেছেন, আমরাও যেন তার মতো পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি। "অন্যের কাছ থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার আশা কর, তার প্রতিও তোমরা সব কিছুতেই তেমনি ব্যবহার কর *(মথি ৭:১২)*। ব্যক্তি হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই অপরের কাছ থেকে ভালোবাসা প্রত্যাশা করি, যিশুও তাই আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করছেন আমরা যেন প্রত্যেককে আমাদের নিজের মতো করেই ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা যেন হয় নিঃস্বার্থ, যেমনটি যিশু আমাদের ভালোবেসেছেন। পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন *(যোহন ৩:১৬)*। অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন এবং যিশুকে আমাদের পাপের জন্য এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যাতে আমরা ধ্বংস না হয়ে অনন্ত জীবন পাই। পৃথিবীতে কেউই খ্রিস্টের ভালোবাসার বাইরে নয় এবং যখন আমরা তাঁকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করি, তখন তাঁর ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে বাস করে। আমরা যদি বাইবেলের বাণীগুলো নিয়ে একটু ধ্যান করি তবে বুঝতে পারব যে, বাইবেলে দেখানো হয়েছে কিভাবে অন্যদের যিশুর মত ভালোবাসতে হয়। আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা নিঃশর্ত, এবং এ ভালোবাসার জন্য তিনি আমাদের কাছে কোন কিছু দাবি করেন না। তিনি শুধু চান আমরা যেন সৎ ভাবে জীবনযাপন করি। আমরা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা গ্রহণ করব এবং এটি আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনে প্রবাহিত হতে দেব। খ্রিস্ট আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে অন্যদের ভালোবাসতে হয়, আমার মতে আমরা যদি নিম্নোক্ত ধাপগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি তবে আমরা খ্রিস্টের অনুসারি হতে পারব।

দয়া প্রদর্শন করা

আমাদের প্রতিবেশি এবং অন্যদের প্রতি সদয় হয়ে আমরা প্রতিদিন তাদের খ্রিস্টের ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারি। খ্রিস্টের মতো ভালোবাসতে অন্যদের প্রতি সদয় হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য, এমনকি যখন আমরা মনে করি না যে তারা এর যোগ্য। আমরা আমাদের হৃদয় থেকে অন্যদের সাহায্য করতে পারি এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি তাদের মঙ্গল কামনা করতে পারি। যিশু আমাদের ক্ষমা করতে বলে গেছেন, এমনকি তিনি নিজেও অনেকবার ক্ষমা করেছেন। তিনি আমাদের উপদেশ দিয়ে গেছেন আমরা যেন সাত গুন সত্তর বার অপরাধীকে ক্ষমা করি, অর্থাৎ আমাদের ক্ষমা বা দয়া প্রদর্শন করা যেন শেষ না হয়। তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমল প্রাণ। পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করে নাও তোমরা, যেমন খ্রিস্টে তোমাদের আশ্রয় দিয়ে পরমেশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন"*(এফেসিয় ৪:৩২)*। সুতরাং খ্রিস্টের অনুসারি হিসেবে একে অপরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা, করুণা, কোমল হৃদয়, এবং পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করে আমরা খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে পারি, যেমন খ্রিস্ট আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই, আমরা একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারি না। আমরা যদি একে অন্যকে সাহায্য করি, বিভিন্ন কাজের জন্য উৎসাহিত করি তবে আমরা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি যা সাধু পল আমাদের আহ্বান করেন। "তোমরা একে অন্যকে উৎসাহিত কর, একে অন্যকে গড়ে উঠতে সাহায্য কর" *(থেসালোনিকিয় ৫:১৩)*।

সহানুভূতি

"যার পার্থিব সম্পদ রয়েছে, সে যদি তার ভাইকে অভাবগ্রস্ত রেখেও, তার সামনে হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করে দেয়, তাহলে ঈশ্বরপ্রেম তার মধ্যে থাকবে কি করে? আমার স্নেহের সন্তানেরা, আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি কথায় নয়, মুখেও নয়, বরং কাজে, আন্তরিক ভাবে।" *(১ যোহন ৩: ১৭-১৮)* সহানুভূতির আক্ষরিক অর্থ " একসাথে কষ্ট করা" অর্থাৎ এটি এমন একটি অনুভূতি যা অন্যে যখন দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হয় তখন আমরা যেন তাকে ঐ অবস্থা থেকে উঠে আসতে সাহায্য করি। যিশুখ্রিস্ট সত্যিকারের সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যিশু শুধু সহানুভূতিই দেখাননি বরং মানুষকে শারীরিক যন্ত্রণা থেকে নিরাময় করেছেন, তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে মানবজাতির প্রতি সর্বাধিক করুণাও দেখিয়েছিলেন। সহানুভূতি দেখানো সব সময় সহজ নয়, বিশেষ করে যখন আমরা অনুভব করি যে ব্যক্তি তার দুর্ভাগ্যের যোগ্য। সহানুভূতি সম্পর্কে বাইবেলের এই পাঠগুলো আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এটি খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের চরিত্রের একটি বিশেষ চিহ্ন। কারো প্রতি সহানুভূতি ও অনুগ্রহ দেখানোর আরেকটি উদাহরণ হল অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনীটি। এ শাস্ত্র পাঠটিতে আমরা দেখতে পাই কিভাবে বাবা তার ছেলের প্রতি সমবেদনা দেখিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে আমরাও সহানুভূতিশীল মানুষ হয়ে দেখাতে পারি যে, যিশু আমাদেরকে কিভাবে পরিবর্তন করেছেন! অন্যদের সাথে খারাপ আচরণ করার পরিবর্তে, আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে পারি এমনকি আমরা তাদের না চিনলেও। খ্রিস্টের ভালোবাসা শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় যাদের আমরা চিনি কিন্তু সেই অপরিচিতিদেরও যাদের সাথে আমাদের প্রতিদিন কোন না কোন ভাবে সাক্ষাত হয়। খ্রিস্ট নিজেও সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। আমরা যদি বাইবেলের কয়েকটি বাণী নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তবে তা বুঝতে পারব। যিশুকে যখন সৈন্যগণ গ্রেফতার করতে এসেছিল তখন যিশুর শিষ্যদের একজন মহাযাজকের চাকরকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেলেছিল। তখন যিশু সে শিষ্যকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন "তোমার তলোয়ারটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই রেখে দাও! যারা তলোয়ার ধরবে তাদের তলোয়ারের আঘাতেই মৃত্যু হবে"। *(মথি ২৬:৫১-৫২)* এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যিশু কতটা সহানুভূতিশীল। তিনি তার শত্রুকেও আঘাত করতে দেননি বরং যে তার শত্রুকে আঘাত করেছে তাকেও ধমক দিয়েছেন। কাজেই আমাদেরও উচিৎ খ্রিস্টের শিক্ষাকে আমাদের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করা যেন আমরা একটি সুন্দর খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন করতে পারি।

অন্যদের জন্য প্রার্থনা করা

"তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবাস, যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" *(মথি ৫:৪৪)*। প্রার্থনা খুবই শক্তিশালী এবং প্রার্থনা ঈশ্বরকে অন্যদের জীবনে হস্তক্ষেপ করার আমন্ত্রণ জানায়। যিশু চান আমরাও যেন অন্যদের জন্য প্রার্থনা করি যাতে তিনি তাদের দূরবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে পারেন এবং তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। আমাদের অবশ্য কর্তব্য অন্যদের জন্য প্রার্থনা করা, আমরা কেবল কোন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নয় বরং সবসময় অন্যদের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করতে হবে। যখন আমাদের কাছে অন্য কাউকে দেওয়ার কিছু নেই, তখন আমরা তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করতে পারি এবং বিশ্বাস করতে পারি যে, ঈশ্বর সেই প্রার্থনার উত্তর দেবেন। "যে যেভাবে প্রার্থনা করা যায়, তোমরা সেই সেই ভাবেই প্রার্থনা কর ঈশ্বরকে ডাক; পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় সব সময়ই প্রার্থনা কর তোমরা। আর তা করার জন্য অবিরাম নিষ্ঠার সাথেই সজাগ হয়ে থাক, সমস্ত ভক্তের জন্য ঈশ্বরকে ডেকেই চল *(এফেসীয় ৬:১৮)*।

কাজেই আমাদের উচিৎ কেবল আমাদের জন্যই নয় বরং অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করা, আমরা যদি কেবল আমাদের জন্যই প্রার্থনা করি তবে আমরা খ্রিস্টের শিষ্য হতে পারব না, খিস্ট আমাদের শিখিয়ে গেছেন আমরা যেন কেবল আমাদের নিজের জন্যই নয়, বরং অন্যদের জন্যও চিন্তা করি। তিনি নিজেও তার নিজের কথা নয় সমস্ত মানব জাতির কথা চিন্তা করে মানুষ হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আমাদের সকলের পাপের বোঝা নিজের কাধে নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, এবং আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন।

অন্যকে ভালোবাসা যেভাবে আমি নিজেকে ভালোবাসি

আমি তোমাদের যেমন ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে। খ্রিস্টের অনুসারি হিসেবে যিশুর মতো আমাদেরও পরস্পরকে ভালোবাসা অবশ্যক, কিন্তু আমরা অনেক সময়ই তা পারি না। আমরা কেবল আমাদের নিজেদের কথা চিন্তা করি, আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই। কিন্তু যিশু তার জীবন দিয়ে আমাদের শিখিয়ে গেছেন কিভাবে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদের যতটা ভালোবাসি ঠিক ততটাই আমার প্রতিবেশিকে ভালোবাসতে হবে। আমরা নানা ভাবে আমাদের প্রতিবেশিকে ভালোবাসতে পারি। আমাদের কথা-বার্তা, আচার- আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করতে পারি আমরা আমাদের প্রতিবেশিকে কতটা ভালোবাসি। মঙ্গলসমাচারে দয়ালু সামারীয়র গল্প একটু স্মরণ করলেই আমরা তা বুঝতে পারব। পবিত্র ক্রুশ সংঘের সংবিধান ২ অনুচ্ছেদ ৩৪ এ উল্লেখ আছে "যে ভাইকে আমরা চোখের সামনে দেখি তাকে যদি ভালোবাসতে না পারি তবে যে ঈশ্বরকে আমরা চোখ দিয়ে দেখিনি তাকে ভালোবাসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।" অর্থাৎ আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে পরস্পরকে ভালোবাসা শুরু করতে পারি। ঈশ্বর চান আমরা আমাদের যতটা ভালোবাসি, অপরকেও যেন ততটাই ভালোবাসি। আমরা নিজের জন্য যা করি তা যদি অপরের জন্যও করতে পারি তবেই আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি তা বলতে পারব। কেননা প্রত্যেকটা ব্যক্তিই নিজেকে অনেক ভালোবাসে। আমরা যদি নিঃস্বার্থ ভাবে পরস্পরকে ভালোবাসি তবেই আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভ করতে পারব, যা তিনি আমাদের নিঃস্বার্থভাবে দেন। ঈশ্বর আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন, তিনি চান আমরাও যেন পরস্পর পরস্পরকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসি। ভালোবাসা হল পবিত্র আত্মার একটি ফল এবং এটি আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে যখন আমরা খ্রিস্টকে গ্রহণ করি। বাইবেলে সাধু পল আমাদের শিক্ষা দেন "ঐশ বিধানের সারকথা এই একটি বিধানের মধ্যেই ব্যক্ত ঃ তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মত ভালোবাসবে" *(গালাতীয় ৫:১৪)* কাজেই আমাদের অবশ্য কর্তব্য পরস্পর পরস্পরকে নিজের মত ভালোবাসা।

ধৈর্য প্রদর্শন করা

"ভালোবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালোবাসা স্নেহ কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালোবাসা কখনো বড়াই করেনা, উদ্ধতও হয়না, রুক্ষও হয় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালোবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখেই দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও ধৈর্য। *(১করিন্থীয় ১৩: ৪-৭)* ভালোবাসা আমাদের ধৈর্যশীলতা শেখায়। যখন আমরা অন্যদের প্রতি ধৈর্য প্রদর্শন করি, তখন আমরা তাদেরকে খ্রিস্টের ভালোবাসা দেখাই। কাজেই আমাদেরকে ধৈর্যশীল মানুষ হয়ে উঠতে চেষ্টা করতে হবে। ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবে আমাদের একে অপরকে সহ্য করতে হবে এবং অন্যদের খ্রিস্টের মতো হয়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। আমরা যেখানেই যাই অন্যদের সাথে ধৈর্যশীল ব্যক্তির মত আচরণ করতে হবে, কোন অবস্থাতেই রুক্ষ আচরণ করা যাবেনা। একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে "রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন"। খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে আমাদের প্রমাণ করতে হবে আমরা অন্যদের থেকে আলাদা। আমরা ধৈর্যশীল। এই দ্রুতগতির বিশ্বে অন্যদের সাথে ধৈর্য ধারণ করা অনেক কঠিন যেখানে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কাজগুলো করতে চাই। কিন্তু আমরা যদি ধৈর্য ধরি, একটু সময় নিই, তাহলে আমরা অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের ভালোবাসা ভাগ করে নিতে পারব। "সব সময় তোমরা নম্র কোমলপ্রাণ ও সহিষ্ণু হয়ে থাক; গভীর ভালোবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও।

(এফেসিয় ৪:২)

শত্রুদের ভালোবাসা

"আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। যারা তোমাদের ভালোবাসে, তোমরা যদি শুধু তাদেরই ভালোবাস, তবে তোমরা কি পুরস্কারই বা আশা করতে পার? করগ্রাহকেরা কি ঠিক তাই করে না? তেমনি তোমরা যদি শুধু নিজেদের ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে কি-ই বা এমন কিছু করলে? বিধর্মীরাও কি ঠিক তাই করে না?" *(মথি ৫:৪৪,৪৬-৪৭)* যিশু এই কথার মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন, আমরা যেন আমাদের শত্রুদের ভালোবাসি, তাদের যেন ঘৃণা না করি, কেননা ঘৃণা একটি খারাপ রিপু, যা ঘৃণাকারিকেও ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই যিশু আমাদের বলেছেন "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোবাস" কারণ আমরা যদি আমাদের শত্রুকে ঘৃণা করি তবে আমরা আমাদের শত্রুদের রূপান্তর করতে পারব না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের শত্রুদের ভালোবাসি, তাহলে আমরা আবিষ্কার করতে পারব যে, ভালোবাসার একেবারে মূলে রয়েছে মুক্তির শক্তি। অন্যেরা আমাদের ঘৃণা করে তার মানে এই নয় যে আমাদেরও তাদের ঘৃণা করতে হবে বা তাদের প্রতি আমরা একই আচরণ করব, যেমন তারা আমাদের প্রতি করে। যিশু তার জীবন দিয়ে আমাদের শিখিয়ে গেছেন আমরা যেন আমাদের শত্রুদের ভালোবাসি, তাদের জন্য যেন প্রার্থনা করি যেন তারা মন পরিবর্তন করে খ্রিস্টের দেখানো পথে ফিরে আসে। যখন আমরা আমাদের শত্রুদের ভালোবাসি, তখন আমরা আমাদের শত্রুদের বোঝাতে সক্ষম হই যে, আমাদের হৃদয়ে খ্রিস্ট বাস করেন এজন্যই আমরা আমাদের শত্রুদের ভালোবাসতে পারি এবং তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করতে পারি। যিশু চাননা যে, আমরা মন্দকে খারাপের জন্য ফিরিয়ে দেই বরং তিনি চান আমরা যেন ভাল দিয়ে মন্দকে জয় করি। আমরা আমাদের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করে, তাদের মঙ্গল কামনা করে আমরা তাদের আমাদের বন্ধু হিসেবে রূপান্তর করতে পারি।

আমরা যদি যিশু খ্রিস্টের যোগ্য শিষ্য হয়ে উঠতে চাই তবে আমাদেরকে খ্রিস্টের জীবনযাত্রা অনুসরণ করতে হবে। খ্রিস্ট তাঁর জীবন দিয়ে আমাদের যা শিখিয়ে গেছেন আমাদের তাই করতে হবে। তবেই আমরা শুধু কথায় নয় বরং কাজেও খ্রিস্টের যোগ্য অনুসারি হয়ে উঠতে পারব যা খ্রিস্ট আমাদের আহ্বান করছেন। শিষ্যত্বের পথে প্রথম ধাপ শুরু হয় যে জায়গায় ঠিক সেই জায়গায় যেখানে আমরা সেখানেই আছি! সেই প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমাদের পূর্ব-যোগ্যতা নেই। আমরা ধনী বা দরিদ্র তা কোন ব্যাপার না। শিক্ষিত, বাকপটু, বা বুদ্ধিজীবী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের নিখুঁত বা সুভাষী বা এমনকি সুশৃঙ্খল হতে হবে না। আজ আমরা এই মূহূর্ত থেকেই শিষ্যত্বের পথে হাঁটতে পারি। আমরা যদি প্রতিদিন বাইবেল পাঠের অভ্যাস করতে পারি এবং পঠিত পাঠটি নিয়ে একটু ধ্যান করি, তবেই আমরা বুঝতে পারব ঐ বাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কি বোঝাতে চেয়েছেন, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান কি? এভাবেই আমরা প্রতিদিন বাইবেল পাঠের মাধ্যমে যিশুর জীবনযাত্রা নিয়ে ধ্যান করে এবং তা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠতে পারি। খ্রিস্টীয় ভালোবাসা আমাদের জীবনকে করে তুলবে রূপান্তরিত। সামসঙ্গীত ৩৩ এর মত আমরাও বলতে পারব আহা, কত ভাল লাগে, কতই মধুর লাগে ভাইয়ে ভাইয়ে এই এক সঙ্গে এক প্রাণ হয়ে থাকা॥

“দেহ ধারণকৃত বাণীর নাম”

ফাদার ব্রাইন সি গমেজ

“যখন সময়ের পূর্ণতা এলো, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারীগর্ভে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।” (মার্ক ১:১)। ঈশ্বর মানুষের কাছে এসেছেন। তিনি আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের কাছে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি নাজারেথের যিশু সম্রাট অগাষ্টাস, সিজার এবং রাজা হেরোদের আমলে বেথলেহেমে একজন ইহুদী হিসেবে ইস্রায়েলের একটি কন্যার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। সম্রাট তিবেরিয়াসের রাজত্বকালে, পোন্তিয় পিলাতের শাসনামলে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন ঈশ্বরের শাশ্বত পুত্র যিনি মানুষ হয়েছিলেন। এই ঈশ্বরের পুত্রের বিভিন্ন নাম রয়েছে, এই ছোট লেখাটির মধ্যে সেই নাম ও অর্থ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বই থেকে সম্পূর্ণ লেখাটাই নেয়া হয়েছে।

যিশু-যিশু বলতে হিব্রু ভাষায়: “ঈশ্বর উদ্ধার করেন” বুঝায়। প্রভুর আগমন সংবাদের সময় মহাদূত গাব্রিয়েল তাঁর ব্যক্তিবাচক নাম দিয়েছিলেন যিশু। এ নাম তাঁর পরিচয় এবং মিশনকর্ম উভয়কে প্রকাশ করে। পরিত্রাণের ইতিহাসে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে “মিশরের দাসত্ব-অবস্থা থেকে”, বের করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। এজন্যেই ইস্রায়েল জাতি পাপের সর্বজনীনতা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করলো ততই বুঝতে পারলো যে, মুক্তিদাতা ঈশ্বরের নাম ছাড়া আর কোন উপায়েই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। এই যিশু নামটি প্রকাশ করে যে, স্বয়ং ঈশ্বরের নামই তাঁর পুত্রের মধ্যে উপস্থিত, যিনি সর্বজনীন এবং চূড়ান্তভাবে পাপের ক্ষমাদানের জন্যে মানুষ হয়েছেন। এই সেই ঐশ্বরিক নাম একমাত্র যা পরিত্রাণ এনে দেয়। ইহুদী মহাযাজক বছরে মাত্র একবারই মহাপুণ্যস্থানের কৃপাসনটির উপর বলি দেয়া পশুর রক্ত ছিটিয়ে দেয়ার পর ইস্রায়েল জাতির পাপমোচনের জন্য ঈশ্বরের নাম আহ্বান করতেন। কৃপাসনটি ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতির স্থান। মন্দ আত্মারা এই নামকে ভয় পায়, শিষ্যেরা তাঁর এই নামেই আলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেন, কেননা এই নামে পিতার কাছে কোন কিছু চাইলে তিনি তা পূর্ণ করেন। যিশুর এই নাম সমস্ত খ্রিস্টীয় প্রার্থনার কেন্দ্র। উপাসনা-অনুষ্ঠানের সব প্রার্থনাই শেষ হয় এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে, “আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের নামে।” প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটি শীর্ষবিন্দুতে আরোহিত হয় যখন বলা হয়; “তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য।” তাই সাধ্বী যোয়ান অব আর্ক একমাত্র “যিশু” নাম উচ্চারণ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

খ্রিস্ট॥ “খ্রিস্ট” শব্দটি হিব্রু শব্দ মসীহ-র গ্রীক অনুবাদ থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ “অভিষিক্ত”। এই নামটি যিশুর ব্যক্তিবাচক নামে পরিণত হয়েছে, কেননা ‘যিশু’ বলতে যে ঐশ মিশনকর্ম বুঝায় তা তিনি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছেন। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে যাদেরকে ঈশ্বরদত্ত কোন মিশনকর্মের জন্য উৎসর্গ করা হতো তাদেরকে তাঁর নামেই অভিষিক্ত করা হতো। তা করা হতো রাজাদের, যাজকদের এবং সামান্য কিছু ক্ষেত্রে প্রবক্তাদের বেলায়। তাই এই নামটি যিশুর জন্য অত্যাবশ্যক ছিল যে মসীহ একই সময়ে প্রভুর আত্মা দ্বারা রাজা, যাজক ও প্রবক্তারূপে অভিষিক্ত হবে। রাখালদের কাছে স্বর্গদূতেরা যিশুর জন্মবার্তা ঘোষণা করেছিল ইস্রায়েল জাতির কাছে প্রতিশ্রুত মসীহের জন্মরূপে; “আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক এাণকর্তা জন্মেছেন- তিনি খ্রিস্টপ্রভু।” পরমেশ্বর যোসেফকে আহ্বান করে বলেছেন, “দাউদ সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে”, এই ভাবে যিশু, “যাকে খ্রিস্ট বলা হয়”, তিনি মসীহের বংশধারায় দাউদের বংশোদ্ভুত যোসেফের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিবেন। “খ্রিস্ট” নামের মধ্য দিয়ে বুঝায় তাকে ‘যিনি অভিষেক করেছেন’, ‘যিনি অভিষিক্ত হয়েছেন’ এবং সেই অভিষেক যার দ্বারা তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন। যিনি অভিষেক করেছেন তিনি হচ্ছেন পিতা, যিনি অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি হলেন পুত্র, এবং যে পবিত্র আত্মার দ্বারা তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন তিনি সেই অভিষেক।

ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র॥ পুরাতন নিয়মে “পরমেশ্বরের পুত্র” নামটি স্বর্গদূত, মনোনীত জাতি, ইস্রায়েলের সন্তান এবং তাদের রাজাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় পোষ্য-সন্তানত্ব, যার দ্বারা ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পিতর যিশুকে, ‘খ্রিস্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র’ বলে স্বীকার করেছেন এবং যিশু উত্তরে বলেন, ‘রক্ত মাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন।’ সেই শুরু থেকেই খ্রিস্টের ঐশপুত্রত্ব প্রেরিতদের বিশ্বাসের কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়ে আসছে, যা খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তিস্বরূপ পিতর প্রথমে স্বীকার করেছিলেন। সুসমাচারে দু'টো বিশেষ মুহূর্তে, দীক্ষাস্নান এবং খ্রিস্টের দিব্যরূপান্তরের সময়, পিতার কণ্ঠস্বর এই ঘোষণা দিয়েছে যে, যিশু তাঁর ‘প্রিয় পুত্র’। যিশু নিজেকে ‘ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র’ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই নাম দ্বারা অনাদিকালীন অস্তিত্বের দাবি করেছেন। ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের সামনে শতানীকের স্বীকারোক্তিতে ‘ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন’- আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি শোনা যায়।

প্রভু ॥ পুরাতন নিয়মের অবর্ণনীয় হিব্রু নাম ‘ইয়াওয়ে’, যার মাধ্যমে মোশীর কাছে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, তাই গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে ‘কিরিয়স’, ‘প্রভু’। এরপর থেকেই ‘প্রভু’ কথাটি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বুঝানোর জন্য অধিকতর প্রচলিত নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। নবসন্ধিতে ‘প্রভু’ কথাটি পিতা ঈশ্বরের বেলায় যেমন, ঠিক যিশুর ক্ষেত্রেও সেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এভাবে যিশুকেও স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। যিশু নিজের বেলায় এই নাম কিছুটা রহস্যজনকভাবে ব্যবহার করেন, তাঁর প্রকাশ্য কর্ম-জীবনে তিনি তাঁর ঐশসর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করেছেন প্রকৃতির উপর, অসুস্থতা, মন্দ আত্মা, মৃত্যু এবং পাপের উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সুসমাচারে অনেক জায়গায়ই লোকে যিশুকে ‘প্রভু’ বলে সম্বোধন করেছে। এই নাম, যারা তাঁর নিকট সাহায্য ও নিরাময়ের জন্য এসেছিল, তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আস্থার প্রমাণ। “প্রভু” এই ঐশ্বরিক নাম যিশুর প্রতি আরোপ করে শুরু থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলীর আদি বিশ্বাস এ কথা স্বীকার করে আসছে যে, যে-ক্ষমতা, সম্মান ও মহিমা পিতার প্রাপ্য, তা যিশুরও প্রাপ্য, কেননা তিনি ছিলেন ঈশ্বরের রূপে। “প্রভু” নামটি সমস্ত খ্রিস্টীয় প্রার্থনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে, প্রার্থনার শুরুতে আমন্ত্রণ জানানোর সময় ‘প্রভু যিশুখ্রিস্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক’, অথবা প্রার্থনার শেষে ‘আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে’। পবিত্র আত্মার প্রেরণা ছাড়া কেউ বলতে পারে না ‘যিশু প্রভু’।

ঈশ্বরপুত্র দেহ ধারণ করলেন: নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের সাথে একাত্ম হয়ে আমরা স্বীকার করি যে, “আমাদের মত মানুষের জন্য এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহ ধারণ করে মানুষ হলেন।”

* ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন সাধন করে আমাদের পরিত্রাণ করার জন্য বাক্য দেহধারণ করলেন।
* বাণী দেহ ধারণ করলেন যেন আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা বুঝতে পারি।
* বাণী দেহ ধারণ করলেন যেন তিনি আমাদের কাছে পবিত্রতার আদর্শ হতে পারেন।
* আমাদেরকে তাঁর ঐশস্বরূপের অংশীদার করতে বাণী দেহধারণ করলেন।

আমাদের মানবসত্ত্বা দাবী করেছে অসুস্থ অবস্থা হতে সুস্থ হয়ে ওঠার, পতিত অবস্থা হতে উঠে দাঁড়াবার, মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত হওয়ার। আমরা অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম, তাই আলোতে আসার প্রয়োজন ছিল, আমরা বন্দী অবস্থায় মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম, কারারুদ্ধ অবস্থায় সাহায্যের অপেক্ষায় ছিলাম, দাস ছিলাম, তাই মুক্তিদাতার প্রয়োজন ছিল। আর এই কারণেই আমরা সেই মুক্তিদাতাকে বিভিন্ন নামে স্মরণ করে থাকি। আমরা যেন সেই নামকে যথার্থ মর্যাদার সাথেই উচ্চারণ করি॥

জার্মানিতে জব ভিসার বিশেষ সুযোগ

ক্যাটাগরি: রেস্টুরেন্ট ওয়েটার, শেফ, সাধারণ শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, আইটি ইঞ্জিনিয়ার

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগত্যা : এসএসসি পাশ **বয়স : ১৮ থেকে ৪০**

ভাষা জ্ঞান : ইংলিশ অথবা জার্মানি অথবা ডাচ **সময়সীমা: খুব সীমিত সময় ও সীমিত আসন**

আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গ অতি সত্বর পাসপোর্টসহ যোগাযোগ করুন। +88 01894-767125 +88 01911-052103

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea তে Study Visa প্রসেস করছি।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি (No Visa, No Payment চুক্তি ভিত্তিতেও আমরা কাজ করি)।

Work Permit Visa: ইটালি, মাল্টা, পোল্যান্ড,চেক প্রজাতন্ত্র, ক্রোয়েশিয়া, লিথুনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি সেনজেন ভুক্ত দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২২/২৪

লূর্দের রাণী মা মারীয়ার মহাপর্বোৎসব

বনপাড়া ধর্মপল্লী, হারোয়া, নাটোর, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধাভাজন সুধী,

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, বনপাড়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা লূর্দের রাণী মা মারীয়ার মহাপর্বোৎসব উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, মা মারীয়ার কৃপা, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভের জন্য ফ্রান্সের লূর্দ নগর থেকে বিশেষ পাথর আনা হয়েছে যা স্পর্শ করে অনেক ভক্ত বিশ্বাসী আশ্চর্যজনকভাবে মা মারীয়ার কৃপা আশীর্বাদ লাভ করছে।

ধর্মপল্লীর এই মহাপর্বের মাহেন্দ্রক্ষণে মারীয়াভক্ত সকলকে অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ জানাই। বিশেষ করে, বনপাড়া ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত যারা দেশে বিদেশে রয়েছেন সকলকে এই মহাপর্বোৎসবে অংশগ্রহণের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

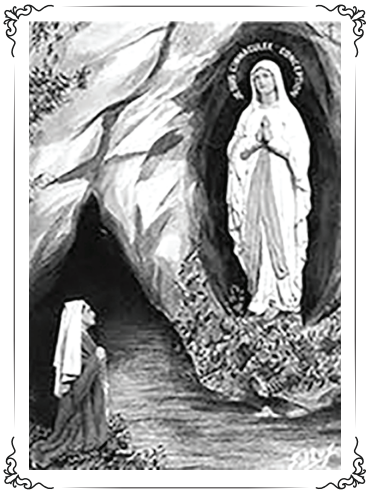

অনুষ্ঠানসূচী

- ৩১ জানুযারি-৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, নভেনা ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ, বিকাল ৩:৩০ মিনিট।
- ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, শুক্রবার, পর্বীয় খ্রিস্টযাগ, সকাল ৯:৩০ মিনিট।
- পর্বকর্তা ৫০০ (পাঁচশত টাকা), খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ (দুইশত টাকা)

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা (পাল-পুরোহিত) ও পালকীয় পরিষদ, বনপাড়া ধর্মপল্লী

যোগাযোগ: ০১৭১৫৩৮৪৭২৫ (ফা. দিলীপ এস. কস্তা), ০১৩০১৮০৬৯২১ (ফা. পিউস গমেজ)
০১৭১৭১৮৫৮৩৫ (মি. রতন পেরেরা)

বিজ্ঞ/১৯/২৪

পোপ বেনেডিক্টের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণ

জেমস গমেজ আদি

প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে-বিদ্যায় ও ধার্মিকতায় ভরপুর প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ বেনিডিক্ট এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই শ্রদ্ধা ও স্মরণ করি ভক্তিভরে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরম পিতার রাজ্যে প্রবেশ করেন। প্রভু তাঁর আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে দু'জন পুণ্যপিতাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯ নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল'কে বাংলাদেশে এবং ১৯শে এপ্রিল ২০০৮ পোপ বেনিডিক্টকে নিউইয়র্ক সিটি ইউএসএ। দু'জন মহান ব্যক্তিকে নিজের চোখে দেখে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আমার আরও একটি সৌভাগ্য হয়েছিল জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ বেনিডিক্টের মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে। তাঁর ছোটবেলার বাসভবনে এবং তাঁর গ্রামটি পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। কে জানত ঠিক পাঁচ মাস পরে তিনি চলে যাবেন পরম পিতার কাছে! ৩১ ডিসেম্বর তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মনে হল তাঁর সম্মানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কাগজের পাতায় স্মৃতিচারণ করি।

জন্ম ও পরিবার পরিচিতিঃ পোপ বেনিডিক্ট জন্মগ্রহণ করেন ১৬ এপ্রিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে MARKTL AM INN GERMANY। তার পিতা JOSEPH RATZINGER SR. এবং মাতা MARIA RATZINGER। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। ছোট ভাই GEORGE RATZINGER এবং ছোট বোন GEORGE RATZINGER। পোপ বেনিডিক্টের আসল নাম হচ্ছে JOSEPH ALOISIOUS RATZINGER পেশায় তার বাবা ছিলেন একজন পুলিশ আর মা ছিলেন হোটেলের কুক।

সেমিনারীতে ও যাজকত্ব জীবন: ১২ বছর বয়সে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে মাইনর সেমিনারী বন্ধ হয়ে যায় এবং সেমিনারীয়ানদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তিনি আবার সেমিনারীতে প্রবেশ করেন । ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত UNIVERSITY OF MUNIC কে থিওলোজী ও ফিলোসোফির উপর পড়াশুনা করে ২৯ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে যাজকত্ব বরণ করেন।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে থিওলোজির উপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তার থি সিস এর বিষয় ছিল THE PEOPLE AND HOUSE OF GOD IN ST. AUGUSTINE'S DOCTRINE OF THE CHURCH.

পোপ বেনেডিক্ট একজন উচ্চমানের লেখক ছিলেন। তিনি প্রচুর বই লিখেছেন। তার রচিত বইগুলো হচ্ছে WHAT IS CHRISTIANITY, JESUS OF NAZARETH, WHAT IT MEANS TO BE A CHRISTIAN, THEOLOGY HIGHLIGHTS OF VATICAN II,POWER OF THE CROSS, THE LORD A YEAR WITH THE SAINTS, PARENTS OF THE SAINTS, COVENANT AND COMMUNION, LIGHT OF THE WORLD.এছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

২৮ মে ১৯৭৭খ্রিস্টাব্দে তিনি MUNICH AND FREISING মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। ২৫ মে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক কার্ডিনাল পদে অভিষিক্ত হন। পোপ দ্বিতীয় জন পলের মৃত্যুর পর ১ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পোপ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর ২৬৫ তম পোপ। তিনি পোপের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ২৪টি দেশে পরিদর্শন করেন। বয়স ও স্বাস্থ্যগত এবং মানসিক কারণে ১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আমার একটু সুযোগ হয়েছিল দেশের বাইরে তীর্থে যাবার। ফাদার স্ট্যানলী গমেজ আদির উদ্যোগে আমেরিকা থেকে ১৬ জনের এক বাঙালি তীর্থ দল নিয়ে ইউরোপে তীর্থ করা হয়। ইউরোপের পাঁচটি দেশ- চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করা হয়। আমরা অস্ট্রিয়া দেশ ভ্রমণ শেষে জার্মানীর মিউনিখের উদ্দেশে ভ্রমণ করলাম। দেশটি দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। সবুজে সবুজে ঢাকা গ্রামগুলো আর প্রতিটি বাড়ীতে সুসজ্জিত ফুল গাছের বাহার। মনে হলো এ গ্রামগুলোকে কেউ যেন কাগজের পাতায় একে রেখেছে। এমনি এক মনোরম পরিবেশে আমাদের টুর গাইড বাস থামালেন সুন্দর একটি গ্রামে। তিনি জানালেন এই গ্রামে পোপ বেনেডিক্ট জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা সবাই বেশ অবাক হলাম এবং বেশ আগ্রহ নিয়ে হাটতে শুরু করলাম বাড়ীটির দিকে। গ্রামের নাম MARKTL AMM INN। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এ গ্রামটি, শুধু রঙ্গিন ফুলে ভরপুর। আমরা সবাই তার বাড়ীর সামনে ছবি তুলি। বাড়ীর কাছেই গির্জা ST.OSWALD CHURCH যেখানে তার বাপ্তিস্ম হয়েছিল। খুবই সুন্দর গির্জাঘরটি, একেবারে নিরিবিলি জায়গায় কোন শব্দ নেই। এমন একজন মহান ব্যক্তির জন্মস্থান পরিদর্শন করতে পেরে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।

পোপ বেনেডিক্ট অত্যাধিক জ্ঞানী ব্যক্তির অধিকারী ছিলেন। উচ্চমানের থিওলোজিয়ান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। পোপ বেনেডিক্টের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই প্রাণঢালা শ্রদ্ধা এবং মাতামণ্ডলীতে তার সকল কার্যক্রমের জন্য জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা॥

ভিসা নীতির ঢেউ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বাদল বলল, বুঝলে? এরই মধ্যে ভিসা নীতি শুরু হয়ে গেছে! দেশে কী বেহাল অবস্থা চলছে, খবর রাখো?

- তা'তে তোমার কী? আর আমার কী?

সুরভীর কপালে বিরক্তির ভাঁজ ফুটে ওঠে। তা লক্ষ্য করে বাদল।

- দেশের খোঁজ খবর তো কিছুই রাখো না!
- তুমি রেখে করছ কী? সারাক্ষণ তো থাক দেশের খবর, পত্রিকা আর টকশো নিয়ে। থাকো আমেরিকায়। আর দিনরাত মেতে থাকো বাংলাদেশ নিয়ে!
- এটা ঠিক বলছ না। বাংলাদেশ তো আমার দেশ! আমার শেকড়!
- তো তোমার দেশে, তোমার শেকড়ে চলে যাও না কেন?
- আরে দেখছ না। এই আমেরিকাতেও কী হচ্ছে?
- কী?
- প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিয়ে কী হই-হুল্লোড়! দুই দলের মধ্যে ধাওয়া। পাল্টা ধাওয়া!

আমাদের ছেলেরা তো ঠিকই বলে। এই দেশে আছ। এই দেশের খবর না রেখে ব্যস্ত থাকো শুধু বাংলাদেশ নিয়ে। এই দেশের রাজনীতির, অর্থনীতির কী জানো তুমি?

বাদল বলে, এ দেশের এত কিছুর খবর তো তোমরাই রাখছ।

- হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। আর তুমি? কাজ, টিভি, কম্পিউটার, লেখালেখি, স্নানাহার আর ঘুম। তোমার দিন চলে যায় এই সমস্ত নিয়ে। একই রুটিনে।
- তো করবো আর কী?
- ওই যে নিউইয়র্কে, ডিসিতে, ইউরোপের কোথায় কোথায় এত কিছু হচ্ছে। তুমি যাচ্ছ না কেন?
- তা আমার সময় কোথায়? ইচ্ছা থাকলেও, হুট করে তো আর চলে যেতে পারি না! তা ছাড়া, জমা ছুটিও তেমন নেই।
- ও তাই? তা, ছুটি থাকলে
- নিশ্চয় চলে যেতাম।
- দেখছি, এ সময় তোমার মত মানুষের বাংলাদেশে থাকা খুবই জরুরী।
- সে সুযোগ তো নেই আপাতত।
- বাংলাদেশে তুমি যদি এ সময় থাকতে, আমার বিশ্বাস
- হ্যাঁ। বল।
- নির্ঘাত তুমি ভিসা নীতির জালে আটকে যেতে। হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত।
- তাতে তুমি কি খুশী হতে?
- দেখছ না। এক জনের কারণে তার পুরো পরিবার কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে?

সুরভির মন্তব্য। তাতে কি কেউ খুশী হবে? এই তো এখন আমাদের দেশের অবস্থা!

- শোন। ভিসানীতিতে বলা আছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে যারা বাঁধাগ্রস্ত বা প্রশ্নবিদ্ধ করবে, কেবল তারাই এর আওতায় পড়বে।

বাদল সুরভীকে আশ্বস্ত করে।

- বুঝেছি। দেখছি, দেশের মানুষ, বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীরা সকলেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।
- তা তো স্বাভাবিক। সামনে তো নির্বাচন।
- হ্যাঁ। সকলেই চায় নির্বাচন হোক। কিন্তু
- কিন্তু কী?
- সেই নির্বাচন কি সংবিধান মোতাবেক হবে? নাকি একটি তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনকালীণ সরকারের ব্যবস্থাপনায় হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
- বাহ্! ভালই তো বলছ! এত কিছু তুমি কোথা থেকে জানলে? তোমার ওই সিএনএন, বিবিসি, ফক্স নিউজ
- শোন। দেশের খবর কমবেশি আমিও রাখি। ঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, আমার চোখ-কান সজাগ রাখি। কিন্তু তোমার মত উদভ্রান্ত আর পাগল হয়ে নয়।
- আর তুমিও শোন। এটা চেতনার বিষয়।
- এবং তোমার ওই ভাবমূর্তির বিষয়।
- ঠিক তাই।
- আহারে আমার চেতনা! আমার ভাবমূর্তি!
- অবশ্যই। দেশপ্রেম তো এই দুইটার উপরই নির্ভর করে।
- আর এটা বুঝি শুধু আমাদের বাঙালিদের বেলায় প্রযোজ্য? এই দেশের মানুষের বেলায়
- নিশ্চয় প্রযোজ্য।
- কিন্তু তারা তো আমাদের মত এত হইচই করে না। অন্য দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী সফরে এলে সেই সমস্ত দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তো আমাদের মত ঠিক এমনটি করে না। সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যকার বিরোধও বাইরে চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হয়।
- আমরা বাঙালি বলে কথা।
- ঠিক তাই তো দেখছি। তুমি বাদল বাঙালি। এবং আমি সুরভীও বাঙালি।

সুরভী বলে, আমার কথা, বাংলাদেশে যারা নির্বাচনের মাঠে অফসাইডে অবস্থান নেবে, এই ভিসা নীতি কি শুধু তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে? বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে, তাদের বেলায় কী হবে?

- হবে। হবে। নিশ্চয় কিছু একটা হবে।
- হ্যাঁ। বিদেশে ব'সে অনেকেই এখন সেই রকম করছে। করতে চাইছে।
- তাই বুঝি? এই ভিসা নীতি কি শুধু
- তা তুমি নিজে বুঝ না? জান না?
- হ্যাঁ। তা বুঝি। এবং জানি। অনেকে তাই করছে।
- এখানে, এ দেশে যারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে হইচই করছে। নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত করতে চাইছে, তাদের বিষয় তুমি কী বলবে?

সুরভী তাকিয়ে থাকে বাদলের দিকে।

- নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাও বিতর্কিত হচ্ছে। আমি বাদল, তাই বলি।
- ঠিক তাই।
- দেখা যাক। বাংলাদেশ থেকে ভিসা নীতির যে ঢেউ শুরু হয়েছে তা গড়িয়ে কতদূর যায়। কোথায় গিয়ে স্তিমিত হয়।

- এখন সবচেয়ে বড় বিষয়, দেশে নির্বাচনটা সুসম্পন্ন হোক নির্বিবাদে। দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটুক। দেশে শান্তি ফিরে আসুক।
- হ্যাঁ, সুরভী। দেখি, তুমি তো আমার মতই চিন্তা করছ। তাই তো দেখছি, বাংলাদেশের আপামর জনমানুষের মত তুমিও ভাবছো।
- তুমি সভা সমাবেশে যেতে পার না। তাই, যাও না। রাজনৈতিক বিতর্কে নিজেকে জড়াও না। সুরভী বাদলের হাতে হাত রেখে বলে, কিন্তু দেশের সার্বিক মঙ্গল চাও। আমার বেলায়ও তাই।
- এত পরে তাই বুঝলে তুমি। ভালো। ধন্যবাদ সুরভী! বাদল হেসে বলে।
- তো এ সময় এক কাপ গরম চা হলে নিশ্চয় তোমার ওই ভিসা নীতির ভয় আর ভাবনা কিছুটা হাল্কা হবে।
- এই তো বুঝলে তুমি সুরভী। কিছুটা নয়। বলতে পার, পুরোটাই।

  বাদল নড়েচড়ে বসে।
- তবে, তাই হোক। এই ফাঁকে আজকের টকশোটা চালু করে দেই।
- তুমি তাই তো করবে জানি। এবং পরে কিছু একটা লিখে ফেল এখানকার পত্রিকার জন্য। কী বল?
- হ্যাঁ। ঠিক বলেছ? দেখতে হবে না তুমি কে? ধন্যবাদ লক্ষ্মীটি!

  বাদল হাত বাড়িয়ে টিভির রিমোট নিয়ে বাংলাদেশের চ্যানেল চালু করে। বিকেলের সংবাদ শুরু হয়ে গেছে। তারুণ্যের পদযাত্রা ও শান্তিসমাবেশ নিয়ে দুই দলের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা কুরুক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে।

  চা নিয়ে আসে সুরভী। টী টেবিলে ট্রে রেখে দাঁড়িয়ে টিভি স্ক্রীনের দিকে অপলক তাকিয়ে দেখে নির্বাচনী ডামাডোলে মত্ত রাজনৈতিক অঙ্গন। এ সময় তার ভাবনা, এই সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান কোথায়, তা কেউ জানে না। কেউ বলতে পারে না কী হবে তার পরিণতি। তবে এটি নিশ্চিত, নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলমান থাকবে এর ধারা।

  বাদল বলে, দেখলে সুরভী তুমি? বসো। তারপর ইউটিউবে দেখাই তোমাকে, প্রধান দুই দলের বাহাস!
- না গো না! ওসব দেখতে চাই না।

  দুই হাত নেড়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সুরভী।
- আজ তোমার ছুটি। যত আছে সংবাদ, টকশো আর হই হাঙ্গামার চিত্র তুমিই দেখ। ওসবে আমার চলবে না। আসি। রান্নাঘরে ছড়িয়ে আছে সব।

  চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বাদল বলে, আহ্! সেই রকম চা! ধন্যবাদ ডীয়ার! যাও। ভিসানীতি নিয়ে এত ভাবনার কিছুই নেই তোমার। সেই ভয়েরও কোন কারণ নেই। আমি আছি আমার জায়গায়। তারপর, দেখনা কী হয়।
- আচ্ছা বাবা! তুমিই দেখ। এত সবের মধ্যে আমি নেই। তবে আমার প্রার্থনা, মহান ঈশ্বর আমাদের দেশকে, দেশের সকল মানুষকে আসন্ন সময়ে সুরক্ষা করুন। বাই!
- ধন্যবাদ সুরভী! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

  রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায় সুরভী।

  টিভির ভলিয়্যুম বাড়িয়ে দেয় বাদল। সুরভী চাইলে, দেশের এ চিত্র না দেখুক। কিন্তু তার ভাষা যেন অন্ততঃ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। এতেই সে পরিতৃপ্ত। নিশ্চয় এর একটি ভালো এবং একটি সুন্দর সমাধান আছে। এ বিভূঁই বিদেশে অবস্থান করে তাই কায়মনোবাক্যে কামনা করে বাদল॥

সাদা কালো জীবন-৯ : মালা রিবেরু

সরকারি চাকুরি করার কারণে বদলী হয়ে মেঘলা আজ শিক্ষক পদ থেকে গবেষক হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছে। কিন্তু মনেপ্রাণেই শিক্ষকতাকে ভালোবাসে। এই পেশায় মেঘলা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এতো সম্মান পেয়েছে তা ভোলার মতো নয়। নিজের বাসা অন্য শহরে থাকার কারণে বেশির ভাগ ছাত্রীদের হোস্টেলে থাকতে হয়েছে এবং তাই নিজের পড়াশুনা চলাকালীন সময়টার মতো করেই উপভোগ করেছে। মেঘলার যখন বদলীর আদেশ হয়, তখন সে অন্য কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের বাইরে ছিলো। তাই যখন কাজ শেষ করে যখন প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিতে গেলো প্রতিষ্ঠান প্রধানের আক্ষেপ কেন এতো তাড়াতাড়ি চলে আসছি, অন্যান্য শিক্ষকদের মন খারাপ, সবচেয়ে খারাপ লাগছিলো যখন ছাত্রী-ছাত্রীদের কান্না দেখছিলাম।

আসলে ব্যাপারটা কাকতালীয় নাকি মেঘলার মনে এখনো প্রশ্ন জাগে। মেঘলার বাবা-মা দু'জনেই খুব পড়তে ভালোবাসে। ছোটবেলা মেঘলা দেখেছে যে, বাবা একট গল্প বই পড়া শেষ করে মাকে দিয়েছে, এইভাবে তারা সবসময় বই পড়তো। আর এই অভ্যাসটা তারা সব বোনেরা পেয়েছে, সব বোন বইপোকা। মেঘলার মনে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় স্কুলের লাইব্রেরীয়ান স্যার মেঘলার বাবাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছিলো, আপনার মেয়ের খবর কি রাখেন? স্কুলের লাইব্রেরীতে যত বই সব তার পড়া শেষ হয়ে গেছে। আর তার সেই, এখনো রয়ে গেছে, বাবার পড়ে আরেক জন মেঘলার জীবনে এসেছে যে তার প্রতিটি আবদার বাধ্যছেলের মতেই পালন করে।

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, মানুষ যা কল্পনা করে তা নাকি তার কাজে প্রকাশ পায়। মেঘলার স্কুল পড়াকালীন সময়ে কোনদিন প্রাইভেট পড়তে হয়নি। মা-বাবাই ছিলো তার গৃহশিক্ষক। বাবা যখন প্রাইভেট পড়াতো, মেঘলা তাদের সাথে বাবার কাছ থেকে তার পড়া বুঝে নিতো। আর মা যখন রান্না করতো বলতো, জোরে পড়, আমি উচ্চারণ ভুল হলে বলে দিবো।

মেঘলার এতো কিছু স্মৃতিচারণের পিছনে আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা আছে, সেটা মেঘলা ছাড়া কেউ জানে না। মেঘলার বাড়ী হচ্ছে একবারে খালবিল ও সবুজে সুন্দরে বেষ্টিত ছবির মতো ছোট একটি গ্রামে। ছোটবেলায় মেঘলার একটি অদ্ভুত নেশা ছিলো তা কেউ জানতোনা আর মেঘলাও কাউকে বলতো না। বাবা ও মার প্রতিটি কাজ সে পর্যবেক্ষণ করতো, আর তা তাদের মতো করার চেষ্টা করতো। স্কুল থেকে এসে সমবয়সীরা যখন পুতুল খেলায় বা গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত থাকতো, সে তখন একটি লাঠি নিয়ে ক্ষেতে চলে যেতো ধান গাছ, মরিচ গাছ, পাট গাছের ক্লাশ নিতে। বাবার ভঙ্গিতে ক্লাশ নিতো। বাড়ীর কাজ দিয়ে দিতো, না পারলে মারও দিতো ।

আজও সেই স্মৃতিগুলো মেঘলার চোখের সামনে ভাসে। তখন হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের মার দিয়ে ভালো লাগতো। কিন্তু সময়ের সাথে চিন্তাধারা অনেক পরিবর্তন এসেছো। এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দিয়ে হয়তো এতো ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছে। যা তার ক্যারিয়ারে মাইলফলক হয়ে থাকবে॥

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত "জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর" ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

প্রথমবার বিতর্ক প্রতিযোগিতা: ১৯৮৫ এর ৪ মে সেমিনারীর ইতিহাসে প্রথমবার সাংস্কৃতিক পরিষদ এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। মূল বিষয় ছিল: "অ-হিংসা হল শান্তি অর্জনের একমাত্র পথ।" বর্তমানে শিক্ষার এক ধাপ ও অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বাংলা ও ইংরেজী বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দুর্দশাগ্রস্তদের সহায়তা: ঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্বেচ্ছাসেবা দিতে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ ২৭ জুন ৮ জন সেমিনারীয়ান বরিশাল যাত্রা করে। তারা বরিশালে এবং মনিপুর অঞ্চলে ৩ সপ্তাহ যাবৎ কাজ করেন। কারিতাস এ স্বেচ্ছাসেবার আয়োজন করে।

শুভ সেমিনারী দিবস ও পরিচালক দিবস: সেমিনারীতে দীর্ঘ সময় **১৯ অক্টোবর–** খুব ঘটা করে সেমিনারী দিবস পালন করা হতো। দিনের কর্মসূচীর মধ্যে থাকতো : ভক্তদের অংশগ্রহণে মহাখ্রিস্টযাগ, প্রার্থনাসভা, খেলাধূলা, পুরস্কার বিতরণী, ভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদি।

প্রায়শ্চিত্তের দিন উদ্‌যাপন: ১৯৮৩ এর ১৫ মার্চ রমনা কাথিড্রালে পুণ্য বর্ষ শুরু করতে এক প্রায়শ্চিত্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারীয়ানরা পরিচালক ও অন্য শিক্ষকগণের সঙ্গে হেঁটে রমনা যায় এবং সেখানে প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত ও ধ্যানে সারা দিন অতিবাহিত করে।

***ধর্মপল্লীতে সহায়তা দান:** বাৎসরিক পালকীয় কাজ ছাড়াও প্রতি বছর ২/৩ জন করে সেমিনারীয়ান বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে যায় পুণ্য সপ্তাহের উপাসনা অনুষ্ঠানে যাজকদের সাহায্য করতে। এভাবে তারা বিভিন্ন সময়ে কাছের দূরের অনেক ধর্মপল্লীতে কম্যুনিয়ন প্রদান, ছাঁই বিতরণ, প্রার্থনা/উপাসনা পরিচালনাসহ নানা পালকীয় কাজে সহায়তা দান করে।

উত্তরা পালকীয় কেন্দ্রে (২০০৮-২০১৯) সহায়তা: উত্তরার হাউস বিল্ডিং এলাকায় সেমিনারীয়ানগণ ১০ বছরের বেশী সময় খ্রিস্টযাগে সহায়তাসহ নানাভাবে পালকীয় সেবাকাজ করেছে।

অন্যদিকে একইভাবে তারা কয়েক বছর নারায়ণগঞ্জের ব্যাপক এলাকায় বিভিন্ন কলকারাখানায় কর্মরত ভক্তদের মধ্যে যুগোপযোগী পালকীয় সেবাকাজ করেছে।

পুণ্যপিতার বাংলাদেশে আগমন: পোপ ২য় জন পল ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ শান্তিবর্ষে, পালকীয় দর্শনে বাংলাদেশে আসেন। সেবছর ছিল ঢাকা ধর্মপ্রদেশের শতবার্ষিকী। সেমিনারীয়ানরা এরশাদ আর্মি স্টেডিয়ামে খ্রিস্টযাগে গান, বেদীতে সেবা করা, খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করা প্রভৃতিতে সক্রিয় অবদান রাখে। ১৯ নভেম্বর পবিত্র আত্মা সেমিনারী ও সারা দেশের মণ্ডলীর জন্য এক চিরস্মরণীয় স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। সে খ্রিস্টযাগে ১৮ জন ডিকন যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন পুণ্যপিতা ২য় জন পল কর্তৃক। সেদিন নানাভাবে তাদের সবার সার্থক ও সুন্দর জীবন কামনা করা হয়। তৎকালীন সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পৌলিনুস কস্তা ঐ বছরের (১৯৮৬) দীপ্তসাক্ষ্যের বাণীতে লিখেন: অবশেষে সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে পোপ মহোদয় আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। ...তাঁর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটাতে পেরে এবং তাঁর দর্শন লাভ ক'রে আমরা ধন্য হয়েছি। তিনি চলে গেছেন কিন্তু তাঁকে দেখার যে অপূর্ব অনুভূতি তা এখনও জেগে আছে আমাদের অন্তরে। মনে হচ্ছে, আমাদের একান্ত প্রিয়জন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন। পুণ্যপিতার বাংলাদেশ সফর ভিন্ন কারণে জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর জন্য একটি নজীরবিহীন ঘটনা হয়ে আছে। তাঁর এ সফরকালে তিনি ১৮ জন কৃতীসন্তানকে যাজকীয় অভিষেক প্রদান করেছেন।...ঢাকার ঐতিহ্যবাহী যানবাহন রিক্সায় চড়িয়ে পোপমহোদয়কে বারিধারায় ভাটিকান দূতাবাসে পৌঁছে দিয়েছেন একজন সেমিনারীয়ান (বর্তমানে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ)। ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ সেমিনারীয়ান পোপের কাছ থেকে পেয়েছে খ্রিস্টযাগের পানপাত্র (ছবি), কমিউনিয়ম পাত্র (ছবি) ও সাক্রামেন্তীয় আশীর্বাদের আধার (ছবি)। তাঁকে আমাদের অন্তর নিঃসৃত গভীর শ্রদ্ধা ও সন্তানসুলভ আনুগত্য জানাই। সেই সাথে এই আমাদের প্রার্থনা - পুণ্যপিতা দীর্ঘজীবি হউন - সার্থক হোক তাঁর শান্তির তীর্থযাত্রা।"

বাংলাদেশে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের পালকীয় যাত্রা- ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর পোপ ফ্রান্সিসের এ দেশে আগমনে সেমিনারীয়ানরা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মত উপাসনাসহ অনেক কিছুতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে, অংশগ্রহণ করে। তারা পোপমহোদয়ের আগমনে, দর্শনে অনেক আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়। পুণ্য পিতা ফ্রান্সিস তার বাংলাদেশ ভ্রমণে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে মহাখ্রিস্টযাগের সময়ে এ সেমিনারীর ছাত্র ১৬জন ডিকনকে যাজকরূপে অভিষিক্ত করেন।

সেমিনারীর ২০, ২৫ ও ৪০ বছরের জয়ন্তী উৎসব: ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জুন জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর ২০ বছর পূর্তি উৎসব করা হয়। সেমিনারী শুরু হয়েছিল ৫জন ছাত্র আর ৫জন অধ্যাপক নিয়ে আর ২০ বছর জয়ন্তী উৎসব পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা করেছেন ৪৭ জন অধ্যাপক ও সে বছরে ছিল ১৮ জন শিক্ষক: ৫জন আবাসিক ও ১৩ জন অনাবাসিক। ১৯৯২ পর্যন্ত এই সেমিনাররীর ৬ জন কৃতীছাত্র এখানে শিক্ষকতার কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ঐ বছর ৪ জন অধ্যাপনা করছিলেন। আনন্দের বিষয় ছিল এই যে, ঐ সময় পরিচালকও ছিলেন এ সেমিনারীরই এক ছাত্র ফাদার মজেস কস্তা সিএসসি।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ সেমিনারীর জন্য এক বিশেষ বছর। কারণ ২৫ বছর আগে এ সেমিনারী তার যাত্রা শুরু করে দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীতে অনেক অবদান রাখে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেবছর সেমিনারীর রজত জয়ন্তী পালন করা সম্ভব হয়নি তাই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ ও ২১ মে তা পালন করা হয়। সে জয়ন্তী উৎসব ছিল পুরাতন নূতনের সহভাগিতা, স্মৃতিচারণ, আনন্দ, কৃতজ্ঞতার এক মহা মিলনমেলা। ২০ তারিখের অনুষ্ঠানে এখানকার পূর্বের ছাত্র ৬০ জনের মত পুরোহিত ও পুরাতন ছাত্র ও তাদের পরিবারের সদস্যসদস্যাদের পদচারণায় সেমিনারী অঙ্গিনা ছিল মুখরিত। পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি এডওয়ার্ড জে, এডামসসহ দেশের সকল বিশপ সেখানে অংশ নেন। ২১ তারিখের সকাল ৯টার জয়ন্তী খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। দুই দিনের এ অনুষ্ঠানে ছিল সহভাগিতা, বন্ধুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলা, মিলনভোজ, বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাতে সেমিনারীযানগণ কর্তৃক নাটক (রাজা হরিশচন্দ্র) ইত্যাদি। বনানী সেমিনারীর রজত জয়ন্তীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ২১মে, বৃহস্পতিবার বিকালে দেশের সকল বিশপের উপস্থিতিতে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও সেমিনারীর নূতন 'পবিত্র আত্মা চ্যাপেলের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

পরে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার এখানে সেমিনারীর ৪০ বছরের পূর্তি উৎসব হয়। তখন আর্চবিশপ পৌলিনুস, বিশপ প্যাট্রিক ও বিশপ থিয়োটোনিয়াস ও ১৩ জন যাজক উপস্থিত ছিলেন। উপদেশে আর্চবিশপ পৌলিনুস গর্বের সঙ্গে বলেন: সেমিনারী হল যাজক বানানোর কারখানা। এটি ছোট থেকে কত বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। **(চলবে)**

ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না

অরণ্য রিচার্ড ক্রুশ

অনেকদিন আগের কথা। এক বনে বাস করত এক পাখি। সেই বনে একটি ব্যাঙ ঘুরতে এল। ব্যাঙটির সাথে পাখিটির পরিচয় হয় এবং খুব ভাল বন্ধুত্ব হয়। এভাবে একটি মাস অতিবাহিত হল। মহৎ ব্যক্তিরা বলেন, যায় দিন ভাল, আসে দিন খারাপ। এবার এল সেই খারাপ দিন। একদিন ব্যাঙ পাখিটিকে বলল, বন্ধু আমি তো তোমার সাথে একটি মাস কাটালাম এবার তুমি চল আমার বাড়িতে। আমি কোথায় থাকি, আমার বাড়ি ঘর সবকিছু দেখে আসবে। তখন পাখিটি ব্যাঙকে বলল, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি তো পানিতে থাকি, পানির নিচেই আমার বাসস্থান- ব্যাঙ বলল। একথায় পাখি নারাজ হল। অবশেষে ব্যাঙের জোড়াজুড়িতে পাখি রাজি হল। ব্যাঙ পাখিকে বলল, আমরা তো ভাল বন্ধু, তাই আমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুমি আমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাবে না। পাখি বলল, আমি কথা দিলাম আমি তোমাকে ছেড়ে কখনো চলে যাব না। ব্যাঙ বলল, তাহলে আমার বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে আমার পায়ের সাথে তোমার পা দড়ি দিয়ে বাঁধার পরই আমরা যাত্রা শুরু করব। পাখি বলল ঠিক আছে। যেই কথা সেই কাজ। ব্যাঙের পায়ের সাথে পাখির পা বাঁধার পরই তারা যাত্রা শুরু করল এবং পানিতে নামল। ব্যাঙ তো পানিতে থাকতে পারে কিন্তু পাখি তো পারে না। ব্যাঙ যতই পানির গভীরে যাচ্ছে পাখির অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পাখিটি মৃত্যুবরণ করল। কিছুদিন পর পাখিটি মরে ভেসে উঠল। একদিন একটি চিল মরা পাখিটাকে দেখে খাওয়ার জন্য গাছের ডালে নিয়ে আসে। চিলটি দেখল মরা পাখিটির পায়ের সাথে একটি জীবিত ব্যাঙ রয়েছে। চিলটি প্রথমে ব্যাঙটিকে খেল তারপর পাখিটিকে।

গল্পে দেখতে পাই, পাখিটি ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়নি। পানির নিচে গেলেই যে তার মৃত্যু হবে সেই কথা ভাবে নি। এজন্য বলে, "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না" প্রাত্যহিক জীবনেও এমন অনেক ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে। অনেক সময় আমরা ভেবে চিন্তে কাজ করি না, সিদ্ধান্ত নেই না। এতে পরবর্তীতে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কাজ করার পর আমরা ভাবি কাজটি এভাবে করলে ভালো হত। যদি কাজটি করার পূর্বে আমরা একটু ভেবে করি তাহলে কাজটি অবশ্যই সুন্দর হবে। মহৎ ব্যক্তিরা বলেন, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। তাই কোন কাজ করার আগে একটু ভেবে চিন্তে করি যাতে পরে আফসোস করতে না হয়। তাই সকলে আমরা বলি,

"ভাবিয়া করিব কাজ, করিয়া ভাবিব না।"

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

স্যাভিও জন গমেজ
৭ম শ্রেণী
তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়

"বিবেকের আর্তনাদ"

নির্মল এল গমেজ

বিবেক সময় পেলেই ছুটে আসে গ্রামে,
শহরের প্রাচীর ঘেরা থেকে বেড়িয়ে
উন্মুক্ত বাতাস নিশ্বাসে আসে প্রাণ।
কইগ্রাম আর তো সেই গ্রাম নেই,
এদিক ঐদিক যেদিকে তাকাই,
ইট পাথরের বড় বড় অট্টালিকা,
মুছে গেল প্রাকৃতিক পরিবেশ,
সবই এলোমেলো শহর বা গ্রাম,
কি জানি কি বলে ডাকবো, তবুও সবাই গ্রাম বলে জানে।
এখানে সেখানে কত অজানা বাড়িঘর,
বাড়িগুলো উচ্চ পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে,
আকাশের মেঘ ছুঁই ছুঁই।
বিবেক পথে দাঁড়িয়ে খুঁজছিল কাউকে,
হঠাৎ কেউ জিজ্ঞাসা - কাকে খুঁজছেন?
খুঁজছিলাম ঐ লজ্জা, মানবিকতা ও নম্রতাদের বাড়ি।
ওরাতো এখানে আর থাকে না,
কোথায় গেল কেউ জানে না,
ওখানে এখন নগ্নতা, চতুর ও কুটচালকেরা থাকে।
ও হ্যাঁ, ঐ যে বাড়ীটা তা তো সত্য ও
মূল্যবোধদের বাড়ী,
ওরা কি বাড়ী আছে?
কি যে বলেন, ওখানেতো এখন অবিশ্বাস, মিথ্যা
ও অজ্ঞরা থাকে।
সবাই চলে গেল বুঝি?
আচ্ছা পূর্ণতা, মর্যাদা ও সম্মানদের বাড়ীটা কি আছে?
আরে কি যে বলেন, ওরা তো অনেক আগেই চলে গেল।
ওখানে তো থাকে বৈষম্য, কাম ও অপবাদ।
ঐ যে পুকুরের পাশে হাসি, আনন্দ ও
ভালোবাসাদের বাড়ী ছিল।
ওরা কি আছে?
নেই, ওরা কেউ নেই।
ওখানে বসত করে নগ্নতা, বৈষম্য, লালসা ও প্রতারক।
গ্রাম থেকে একে একে সবাই চলে গেল,
আবার অনেকে বিতারিত হলো,
ঐ যে ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে
সেখানে শুধু আছে দুঃখিনী, অভাবি যন্ত্রণা ও কান্না।
আর আমি আশায় আছি ঐ পাশের গ্রামে।
আচ্ছা আপনি কে? চিনলাম না তো?
আসেন, একটু বসুন।
আমি বিবেক। এখানেই আমার বাড়ী ছিল।
বাবা-মার সাথে আমাকেও অন্য কোথাও চলে যেতে হয়।
আজ আর বসবো না।
নিয়তিরা সবাই চলে গেল,
দেখি মর্যাদা, ভালোবাসা, সত্য, বিশ্বাস, মূল্যবোধ
ওরা আছে কিনা,
তখন হয়তো জীবন ও শান্তিরাও ফিরে আসবে,
আমিও থেকে যাবো ইট পাথরের গ্রামে □

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম ঃ ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০৬ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১/০১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচ.এস.সি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম ঃ কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা ঃ** ০৩ টি **বয়স ঃ** ২২-৩৫ বছর (৩১/০১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন ঃ** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি ঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী ঃ

১. আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এডড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এডড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৬. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০. আবেদনপত্র আগামী ১৪/০২/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাঁতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল

১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/২০/২৪

The Leprosy Mission International Bangladesh
dignity. inclusion. rights

Job Vacancy Announcement

The Leprosy Mission International Bangladesh (TLMIB) is a member of The Leprosy Mission (TLM) which is an International Christian faith-based organization, committed to changing the lives of persons affected by leprosy. TLMIB has been working in Bangladesh since 1991 as a partner of the Government of Bangladesh to eliminate the causes and consequences of leprosy to achieve its vision 'leprosy defeated, lives transformed'. Also, TLMIB works for the social rehabilitation of people affected by leprosy, disability and social exclusion. Currently, TLMI-B invites applications from interested and eligible candidates for the following position:

Position: National Lead-Health Care (1) **Employment Nature**: Regular

Job Location: Dhaka or other program location (with regular travel to other programmes in Bangladesh).

Job Summary: Thisis a senior positionrequires to provide leadership to TLMIB's healthcare programmes across Bangladesh. National Lead- Health Care will be ensuring the effective implementation of the country strategy and monitor the thematic contribution on Health care including leprosy control, prevention and disability management, special care through hospital, TB project and all other health related issues to achieve Zero Leprosy.

Duties and Responsibilities:

- **Strategic Input:**Develop work plans aligned with TLMI-B Country Strategy and maintain strong relationships with other National Leads to understand program implications and develop appropriate responses.Coordinating the Operations Team in strategic planning to advance an integrated strategy that fosters collaboration across hospitals and community-based health initiatives.
- **Technical Development:** Responsible for the development and maintenance of protocols, guidelines and best practices related to health programmes. Responsible to ensure projects/programs under leadership of this position contributes strategic objectives and eventually leads towards zero leprosy in Bangladesh. The role aims to implement consistent project cycle management across TLMI-B health programmes, comply with National guidelines for Leprosy, ensure timely donor and government reporting, and maintain budgetary control.
- **Leadership and Capacity Building:** Provide leadership and support to Health care Project Managers including Hospital and TB Project. Support project managers and other health-related officers in identifying the skills, experience and numbers of staff needed in their programmes (employee resourcing and workforce planning).Ensure capacity building for key health program staff, fostering a research culture, and establishing knowledge sharing mechanisms within the country office and with partners.
- **Networking :**Maintain good working relationships with the government officials and departments at all levels, especially with the GOB/NLP Office and to LTCC, to ensure cooperation and accountability of the project's activities and performance, within the agreed government framework. Build and maintain good working relationships with the other non-government organizations (NGOs) including other ILEP Members and donor agencies.

Requirements Competencies:

- Must have Post-graduate degree - MPH or MSc in a related subject (Public Health / Communicable Diseases / Tropical Health/ Programme Management, Health Management, Policy and Planning (HMPP). Having an MBBS degree will be an added advantage.
- At least 5 years' experience in a senior management role. Previous experience of leprosy or NTD sectors would be added an advantage. Experience in designing thematic projects, supervising, monitoring, evaluating, cross-organizational planning, and writing policy and technical briefs, with expertise in public health issues, KPIs, impact assessment, and accountability review systems.
- Able to manage Health related projects. Able and experience to manage & implement leprosy control programs in INGO/ NGOs
- Sound knowledge on public health management specially NTD/communicable disease control, public policy framework and SDG alignments. Experienced in leading diversified team towards achieving a common goal.
- Highly proficient at using MS Office suite and collaboration tools.
- The candidate should possess excellent English communication, writing, and project management skills, be motivated, lead individually, and be flexible in working at various times.

Salary Range and benefits: Monthly Gross **salary 1,10,000/-** (negotiable) and other allowances as per TLMIB's salary structure.

How to Apply: The eligible candidates are requested to send a cover letter along with an updated CV including a Passport size photograph, two referees (one must your present Supervisor) to HR.Manager@TLMBangladesh.org on or before **5th February 2024**. Please write the name of the position you are applying for at the subject head in your email. Only short-listed candidates will be called for interview. Any personal persuasion/contact will be treated as disqualification. TLMIB authority can reject any or all application and cancel the recruitment process as per the management decision.

Employment Application Clause:

The Leprosy Mission International Bangladesh has a zero-tolerance policy toward any abuse, neglect, and exploitation of all people. Successful candidates will be subject to **reference and background checks** as well as expected to sign and comply with TLMIB's all organizational policies, including the TLMIB Safeguarding Code of Conduct and the Safeguarding Children & Vulnerable Adults Policy.

বিজ্ঞ/২১/২৪

The Leprosy Mission International Bangladesh
dignity. inclusion. rights

Job Vacancy Announcement

The Leprosy Mission International Bangladesh (TLMIB) is a member of The Leprosy Mission (TLM) which is an International Christian faith-based organization, committed to changing the lives of persons affected by leprosy. TLMIB has been working in Bangladesh since 1991 as a partner of the Government of Bangladesh to eliminate the causes and consequences of leprosy to achieve its vision 'leprosy defeated, lives transformed'. Also, TLMIB works for the social rehabilitation of people affected by leprosy, disability and social exclusion. Currently, TLMI-B invites applications from interested and eligible candidates for the following position:

Position:National Lead- Advocacy (1) **Job Location:** Dhaka **Employment Nature**: Regular

Job Summary:This is a senior positionrequires to provide leadership for TLMIB's Advocacy and Partnership programme across Bangladesh. National Lead- Advocacy & Partnership is responsible for increasing public awareness and policy implication through various channels such as the media, governmentand other organisations through advocacy. It will also promote diversified partnerships, retain and strengthen existing partnerships towards mainstreaming leprosy and achieve zero leprosy.

Duties and Responsibilities:

- **Strategic Input:** Leading strategic planning with the Operations Team to promote an integrated Advocacy and partnership programme approach. Work with the Head of Operations to provide strategic leadership in the development and implementation of TLMI-B's advocacy and partnership strategy.Ensure budgetary control in all Advocacy and partnership programmes through regular supervision. Develop and maintain effective and supportive working relationships with other National Leads in order to identify and understand programme implications of the strategic and operational plans and to develop appropriate country and state level advocacy responses.
- **Advocacy and Partnership Development:** Develop work plans in line with TLMI-B's Country Strategy. Responsible for the development and maintenance of protocols, guidelines and best practices related Advocacy and Partnership projects. Develop strategic partnerships for the achievement of the country strategy outcomes. Increasing public awareness of the work of TLMI-B by liaising with media, NGOs, Government agencies, partner organizations, stakeholders through strategic media alliances
- **Communication and Publicity:** Secure cross media partnerships, building social media presence, IEC/ITC tools, and increase TLMI-B's visibility, and reputation. Responsible for developing advocacy material suitable for use with various media channels, churches, partner organizations, government and varied audiences.
- **Networking :**Maintain good working relationships with the government officials and departments at all levels, especially with the GOB/NLEP Office and LTCC, other NGOs, to ensure cooperation and accountability of the project's activities and performance, within the agreed government framework.

Requirements:

- Masters in any discipline. Post Graduate in relevant field (Development Studies/Social Sciences/Public Health/ Communication) and or MPH on relevant subject is preferred.
- At least 5 years' experience in a senior management role. Previous experience of leprosy, NTD or disability sectors would be added advantage.
- Expertise in leading Advocacy programme in NGOs/INGOs. Experienced designing of thematic projects, strategic partnership, public health issues. Proven track record in supervising others, training and/or coaching, monitoring and evaluation, KPIs, impact assessment, writing policy and technical briefsand accountability review systems.
- Highly proficient at using MS Office suite and collaboration tools
- High degree of communication and presentation skills in English. Ability to think strategically.
- Able to write concept notes and project proposal, Excellent report writing skills. Ability to work and manage tight deadlines under pressure.

Salary Range and benefits: Monthly Gross salary **1,06,000/- (negotiable**) and other allowances as per TLMIB's salary structure

How to Apply: The eligible candidates are requested to send a cover letter along with an updated CV including a Passport size photograph, two referees (one must your present Supervisor) to HR.Manager@TLMBangladesh.org on or before **5th February 2024**. Please write the name of the position you are applying for at the subject head in your email. Only short-listed candidates will be called for interview. Any personal persuasion/contact will be treated as disqualification. TLMIB authority can reject any or all application and cancel the recruitment process as per the management decision.

Employment Application Clause:

The Leprosy Mission International Bangladesh has a zero-tolerance policy toward any abuse, neglect, and exploitation of all people. Successful candidates will be subject to **reference and background checks** as well as expected to sign and comply with TLMIB's all organizational policies, including the TLMIB Safeguarding Code of Conduct and the Safeguarding Children & Vulnerable Adults Policy.

বিজ্ঞ/২১/২৪

এসএমআরএ পরিবারে চিরব্রত ও জুবিলী উৎসব পালন

সিস্টার মেরী হিমা এসএমআরএ ৬ জানুয়ারি প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের (এসএমআরএ) সিস্টারদের একটি অত্যন্ত আনন্দের, উৎসবের এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদনের দিন। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ২ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সাতজন ভগ্নির উৎসব পালিত হয়েছে। এই সাতজনের মধ্যে দুইজন সুবর্ণ জয়ন্তী, তিনজন রজত জয়ন্তী এবং দুইজন চিরব্রত গ্রহণ করে খ্রিস্টেতে আত্মনিবেদন করেছেন। আমাদের উৎসবকারী সিস্টারগণ হলেন – আজীবন ব্রতপ্রার্থী সিস্টার মেরী পিংকী দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধানজুড়ী ধর্মপল্লীর এবং সিস্টার মেরী কনিকা দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের খালিশা ধর্মপল্লীর সন্তান। বর্তমানে তারা তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস কাথলিক মা ও শিশু সেবা হাসপাতালে একজন প্যাথলজিস্ট এবং নার্স হিসেবে সেবা দায়িত্ব পালন করছেন। রজত জয়ন্তী পালনকারী সিস্টার মেরী পূজারী ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের মরিয়মনগর ধর্মপল্লীর বর্তমানে তিনি যিশু হৃদয়ের আশ্রম, বনপাড়াতে থাকেন। সিস্টার মেরী স্নিগ্ধা ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী ধর্মপল্লীর সন্তান। বর্তমানে তিনি কুমুদিনী নার্সিং কলেজ, টাঙ্গাইল-এ এমএসসি কোর্স করছেন। সিস্টার মেরী অর্পণ-এর জন্মস্থান ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী ধর্মপল্লী। বর্তমানে ফিজিওথেরাপী প্রশিক্ষণ শেষে সেন্ট জন মেরী ভিয়ান্নী হাসপাতালে ইন্টার্নী করছেন।

সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকারী সিস্টার মেরী লিউনী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর। বর্তমানে তিনি নভিশিয়েটে বৈষয়িক বিষয়-সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। সিস্টার কল্যাণী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর। বর্তমানে সেন্ট এ্যাঞ্জেলস কনভেন্ট, রাঙ্গামাটিয়াতে থেকে আর্ত পীড়িতের সেবায় নিয়োজিত আছেন।

সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকারী ভগ্নিদের সাথে আরো স্মরণ করছি আমাদের প্রয়াত দু'জন ভগ্নি স্বর্গীয় সিস্টার মেরী রোজ এবং স্বর্গীয় সিস্টার মেরী রত্নাকে যারা ইতিমধ্যে স্বর্গীয় পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। এ দিনের মহাখ্রিস্টযাগে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই পৌরহিত্য করেন এবং উপদেশ বাণীতে তিনটি ব্রত উল্লেখ করে তিনি বলেন, ব্রত জীবন মণ্ডলীতে একটি উপহার স্বরূপ এবং সুদীর্ঘ ব্রতীয় জীবন যাপনের জন্য সিস্টারদেরকে সাধুবাদ জানান ও অভিনন্দিত করেন। উৎসবের পবিত্র খ্রিস্টযাগে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি প্রায় ৪০ জন যাজক ও একজন ডিকন উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মসংঘের সিস্টার এবং ব্রাদারগণ উপস্থিত থেকে আমাদের আনন্দকে আরো পরিপূর্ণতা দান করেছেন।

খ্রিস্টযাগ শেষে সংঘের সংঘকর্ত্রী সিস্টার মেরী শুভ্রা আর্চবিশপ, বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও আত্মীয়স্বজনসহ বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষভাবে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উৎসবকারী সিস্টারদের বাবা-মা, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনদের যারা তাদের সন্তানদের এসএমআরএ সংঘের মাধ্যমে মণ্ডলীতে সেবাকাজ করার জন্য উদারভাবে দান করেছেন। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এ উৎসবটি সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

মট্‌স প্রাঙ্গণে নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান

সুমি ক্লডিয়া রোজারিও কারিগরি অঙ্গণে ৫০ বছরের পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে মট্‌স। গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মট্‌স প্রাঙ্গণে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ২০তম ব্যাচ, এলটিএমসি ৪৮তম ব্যাচ এবং SSW and TITP Program, Japan (দক্ষতা ও ভাষা প্রশিক্ষণ) এই তিনটি কোর্সের নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো: কেপায়েত উল্লাহ। তিনি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতার সাথে শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং নিয়ম শৃঙ্খলা পালনের কথা বলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী। তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও সততার অনুশীলন করার পরামর্শ প্রদান করেন। ৫০ বছর ধরে মট্‌স এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং সেই সাথে মিশনারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা উল্লেখ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও, ডিরেক্টর হিলিং হার্ট কাউন্সিলিং সেন্টার এবং খণ্ডকালীন ফ্যাকাল্টি, ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন এন্ড কাউন্সিলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি শিক্ষার্থীদের জীবনে সফলতা লাভের দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন এলটিএমসি এন্ড ট্রেইনিজ সোসাইটির চেয়ারম্যান মো: আব্দুস সালাম। Mr. Okabayashi Kuniaki, Chairman, Kokorozashi Japan Ltd.

তিনি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে যোগাযোগের সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেমস্ গোমেজ, পরিচালক ও অধ্যক্ষ, মট্স। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের মট্স পরিবারে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান এবং যথাযথ নিয়ম মেনে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন। নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ২০তম ব্যাচ এর অটোমোবাইল, সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজির মোট ৩৪৮ জন, এলটিএমসি ৪৮তম ব্যাচ এর ৫০ জন এবং SSW and TITP Program, Japan এর ৩০ জন নবীন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ

ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরীফিকেশন □ "যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি করেছ তা-ই আমার প্রতি" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিগত ১৮ জানুয়ারি মুক্তিদাতা হাইস্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে সকল ধর্মের অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, মুক্তিদাতা হাই স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয় ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। অতিথিদের আসনগ্রহণ ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যদিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমেই সকলকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষিকা সবিতা মারান্ডী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন এই শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের পাশে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। প্রধান অতিথিও তার বক্তব্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে, এই ধরনের মহতি উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। উল্লেখ্য Osman Group of Industries, 98 Batch, St. Placid's School & Colleg, Chattogram, এবং মুক্তিদাতা হাই স্কুলের যৌথ উদ্যোগে এই মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই শীতে ১২৫ পরিবার শীত বস্ত্র(কম্বল) পেয়েছেন।

হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী নবীন বরণ

হিলারিউস মুরমু □ হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী 'ফ্রেসারস্ রিসেপশন' (নবীন বরণ) (নার্সারি থেকে নবম শ্রেণি) অনুষ্ঠান ১৮ জানুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার, ২০২৪ খ্রিস্টব্দে হলো। অনুষ্ঠানের প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা উত্তোলন,প্রদীপ প্রজ্বালন ও তিন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয়। নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা বরণ করে নেয়। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করেন। উপাধ্যক্ষ ব্রাদার অর্পণ ব্লেইজ পিউরিফিকেশন সিএসসি হলি ক্রসের মূলমন্ত্র এবং নিয়মনীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহীতে ভর্তি এবং পড়াশোনার অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সবশেষে হলি ক্রস, রাজশাহী পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সঙ্গীতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে গৌরব অর্জনের জন্য ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সামিহা ইসলামকে সম্মাননা স্মারক প্রদানের মাধ্যমে নবীন বরণ অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

এসএসভিপি হলি রোজারি কনফারেন্স এর উদ্যোগে সিলেট শ্রীমঙ্গলে শীতবস্ত্র বিতরণ

চয়ন এস রোজারিও □ বিগত ১২ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৭ টায় এসএসভিপি-তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স এর উদ্যোগে ঢাকা থেকে কনফারেন্স এর চারজন ভলেন্টিয়ার ২০০ পিস কম্বল ও ৮ বস্তা পুরাতন কাপড় নিয়ে শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশে গরীব ও অসহায় শীতার্ত চা-বাগান শ্রমিকদের মাঝে বিতরণের উদ্দেশে যাত্রা করে। "মানুষকে ভালোবাসুন, মানুষের সেবা করুন"। "সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি' পল" তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স শুক্রবার ও শনিবার শ্রীমঙ্গল প্যারিসের পাল-পুরোহিত ফাদার জেমস শ্যামল গোমেজ এর সমন্বয়ে বড় কলাছড়াপাড়া এবং ৯ নং কালাপাড়াতে বসবাসরত দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় অবহেলিত দ্ররিদ্র পরিবারগুলো উক্ত কম্বল ও পুরাতন কাপড় পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে এসএসভিপি-তেজগাঁও কনফারেন্সকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিজ্ঞ-২২/২০২৪

LAND WANTED

FROM CHRISTIAN LAND OWNER
@DHAKA CITY

- VATARA
- MONIPURIPARA
- TEJKUNIPARA
- RAJA BAZAR

01716-530174

SREEJA AR BUILDERS LIMITED
62/A, Monipuripara (1st Floor), Tejgaon, Dhaka-1215.
sarbuildersltd@gmail.com

SREEJA
A.R. BUILDERS LIMITED

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

আরও পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 03
Regd. No. DA-33
❖ 28 January - 4 February, 2024, ১৪ - ২১ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তধামে যাত্রার চতুর্থ বৎসর

প্রয়াত ডেনিস পালমা

পিতা: প্রয়াত গ্যাব্রিয়েল পালমা (কালা)
মাতা: প্রয়াত মেগদেলিনা পালমা
জন্ম: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

তুমি ছিলে পিতা ঈশ্বরের দান। পিতা হয়ে এসেছিলে।
পিতার কাছেই চলে গেলে তাঁরই প্রয়োজনে।
স্বর্গীয় পিতাকে দেখা হয়নি কখনও,
কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমরা তোমাতেই পেয়েছি
স্বর্গীয় পিতার ভালোবাসা!

স্বর্গীয়ধামে, স্বর্গীয় পিতার কাছে চলে যাওয়ার ও তাঁরই ডাকে সাড়া দেবার চতুর্থ বছর। তুমি বেঁচে আছো আমাদের সকলের অন্তরে। সকলের অস্তিত্বে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ, আমাদের জীবনপথের পাথেয়।
তোমার রেখে যাওয়া আদর্শে আমরা যেন, অগ্রসর হই তোমারই স্বপ্নের পথে। আশীর্বাদ করো আমাদের প্রতি।

তোমারই ভালোবাসায় আপ্লুত ও স্নেহধন্য,

মমতা কৈলু (স্ত্রী)
মিশেল ফ্রাঙ্কলিন ডিসিলভা (মেয়ে জামাই)
বৃষ্টি ব্রিজেট কনি পালমা (কন্যা)
সনি কেনেথ পালমা (বড় ছেলে)
মেরীয়ান জয়া (বড় পুত্রবধূ)
ফিভেল কেভিন পালমা (নাতি)
বনি লিওনার্ড পালমা (ছোট ছেলে)
শবনম তেরেসা পিউরীফিকেশন (ছোট পুত্রবধূ)
লায়না মেরী পালমা (নাতনি)
এবং সকল গুণগ্রাহী ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ-১৭/২০২৪

"তুমি রবে হৃদয়ের মণিকোঠায়"

প্রয়াত জন বিপুল গুদা

জন্ম: ১২ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: নবগ্রাম রোড, গোলপুকুর পাড়, বরিশাল সদর, বরিশাল।

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল, ফিরে এলো বেদনা বিধূর সেই ২৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ। যেদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পরম পিতার কাছে। বাবা, মনে হয় এখনও তুমি আছো, আমাদের সঙ্গে পথ চলছ। তোমার সেই কণ্ঠ, হাসি, আদরের ডাক এখনো আমাদের চোখে ভেসে আসে। তুমি আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আছ। তুমি ছিলে সদা হাস্য, অতিথি পরায়ণ, প্রার্থনাশীল, বিনম্র ও সরলতার অধিকারী। তোমার আদর্শ ছিল প্রতিটি মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। দীন দরিদ্রের প্রতি গভীর আন্তরিকতাবোধ যা কেউ কোন দিন ভুলতে পারেনা। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি।

আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যেই আছো। বাবা তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ করো, আমরা যেন খ্রিস্টীয় ভালবাসায় মিলেমিশে জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
স্ত্রী : আঞ্জেলিনা কৈলু
বড় ছেলে ও ছেলের বউ : মার্সেল রতন গুদা ও পাপড়ি মন্ডল
মেয়ে ও জামাই : জ্যানেট রোজী গুদা ও বিশ্বপ্রেম পেরেরা
ছোট ছেলে ও ছেলের বউ : মার্ক রিপন গুদা ও ক্লারা অপু সরকার
নাতি-নাতনী : মৃত্তিকা, সপ্তর্ষী, রিমি ও মেলভিন গুদা।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org